সোনামণি প্রতিভা

একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা

৬০তম সংখ্যা, জুলাই-আগস্ট ২০২৩

www.ahlehadeethbd.org/protiva

‘সোনামণি’ কেন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত ‘সোনামণি প্রতিভা’-এর প্রাপ্তিস্থান

কুমিল্লা	:	মাওলানা আতীকুর রহমান, আল-হেরা মডেল মাদ্রাসা, খিয়াইকান্দি, মাধাইয়া বাজার, দেবিদ্বার, ০১৭৪৯-৬৪৬৫১৭; রুহুল আমীন, ফুলতলী, দেবিদ্বার, কুমিল্লা : ০১৬৩৫-২০৮৯১৮; আব্দুল হান্নান, তাওহীদ ইসলামী লাইব্রেরী, নবীপুর স্টেশন, মুরাদ নগর, কুমিল্লা : ০১৭২৭-৩৭৫৭২৪; হাবীবুর রহমান, কোরপাই, বুড়িচং, কুমিল্লা : ০১৭৮৩-৬৯৯০৪৭; ক্বারী আব্দুল আলীম, জগতপুর মাদ্রাসা, বুড়িচং, কুমিল্লা : ০১৫৭১-২৩৭১৯১
খুলনা	:	রবীউল ইসলাম, দৌলতপুর : ০১৭১৯-৮৫০৮৫৪; মাওলানা নাজমুল হুদা, চাঁদপুর, শিয়ালী বাজার, রূপসা : ০১৭৫৮-১০৯৭৮৮
গাইবান্ধা	:	মুহাম্মাদ রাফিউল ইসলাম, মহিমাগঞ্জ কামিল মাদ্রাসা, গোবিন্দগঞ্জ : ০১৭৪২-১০৬০৭১; হাফেয ওবায়দুল্লাহ, দক্ষিণ ছয়ঘরিয়া দারুল হুদা সালফিইয়াহ মাদ্রাসা, রতনপুর, গোবিন্দগঞ্জ : ০১৭২২-৯১৬০৪৪
গাযীপুর	:	হাফেয আব্দুল কাহহার, গাছবাড়ী উত্তরপাড়া, রঘুনাথপুর, গাযীপুর : ০১৭৪০-৯৯৯৩২৮; শরীফুল ইসলাম, পিরুজালা আলিমপাড়া, গাযীপুর : ০১৭২১-৯৭৭৭৮৫।
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	:	মুনীরুল ইসলাম, আলো কম্পিউটার সেন্টার, কলেজ মোড়, রেল ব্রীজ, রহনপুর, গোমস্তাপুর, : ০১৭১৩-৭৪৬১০৬
চুয়াডাঙ্গা	:	সাঈদুর রহমান, জয়রামপুর, দামুড়হুদা : ০১৯১৮-২১৬৫৮৫
জয়পুরহাট	:	শামীম আহমাদ, জীবনপুর, সোনাপুর, পাঁচবিবি : ০১৭৫০-৮৬৮৪২৫
জামালপুর	:	ইউসুফ আলী, শরীফপুর উচ্চ বিদ্যালয়, শরীফপুর : ০১৬১৩-০২৬৩৬২; হাফেয জুবায়েদুর রহমান, ঢেংগারগড়, ইসলামপুর : ০১৯২৪-৩২১৮৫৯
ঝিনাইদহ	:	নযরুল ইসলাম, বেড়াশুনা, চণ্ডিপুর : ০১৯৫৯-৯৪৫৬৫৮
টাঙ্গাইল	:	যিয়াউর রহমান, কাগমারী, ভবানীপুর পাতুলিপাড়া : ০১৭৫৪-০৩৭৬৫৭
ঠাকুরগাঁও	:	মুহাম্মাদ যিয়াউর রহমান, পশ্চিম বনগাঁও, হরিপুর : ০১৭৩৩-৬৬৬৯৩৪; আরীফুল ইসলাম, কোঠাপাড়া, বেগুনবাড়ী, পীরগঞ্জ : ০১৭৬৭-০৩৫৩৩৩; আযীযুর রহমান, হাটপাড়া, করনাই, পীরগঞ্জ : ০১৭২৩-২২৫৯০৩
দিনাজপুর	:	ফারাজুল ইসলাম, রাণীপুকুর, বোর্ডেরহাট, বিরল : ০১৭৫৭-৮৮৫৩১২; ছাদিকুল ইসলাম, মাদানী লাইব্রেরী, রাণীরবন্দর, চিরিরবন্দর : ০১৭২৩-৮৯০৯১২; আলমগীর হোসাইন, নরোত্তমপুর, বিরল : ০১৭৪১-৪৬০৮২৯; রায়হানুল ইসলাম, ভাদুরিয়া, নবাবগঞ্জ : ০১৭২২-৮২৮১৫৭; সাইফুল ইসলাম, নবাবগঞ্জ : ০১৭২০-৯৯২১৫৪
নওগাঁ	:	জাহাঙ্গীর আলম, সোনাপুর, বলিহার, মহাদেবপুর, নওগাঁ : ০১৮৮৮-৫৬০০২৪; আব্দুর রহমান, ধাউড়িয়া, বালাতৈড়, নিয়ামতপুর, নওগাঁ : ০১৭৪৬-১৫৯৯৬১
নরসিংদী	:	আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইসহাক, নিউ ইন্টারন্যাশনাল, রাইন ওকে মার্কেট, দোকান নং ৩০০, ৩য় তলা, মাধবদী : ০১৯৩২-০৭২৪৯২
নাটোর	:	মুহাম্মাদ রাসেল, জামনগর ঘোষপাড়া, বাগাতিপাড়া : ০১৭৪৬-১১৫৮৮৯
নারায়ণগঞ্জ	:	মুহাম্মাদ আবু সাঈদ, কালনী, গোবিন্দপুর, রূপগঞ্জ : ০১৭৪১-৬৬৮২৭০
নীলফামারী	:	মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম, কৈমারী বাজার, জলঢাকা : ০১৭০৪-৩৬৯৬৬০; রাশেদুল ইসলাম, মা গার্মেন্টস, রামগঞ্জহাট : ০১৭৪৬-২৪২০৭০
পঞ্চগড়	:	মাযহারুল ইসলাম প্রধান, বিসমিল্লাহ হোটেল, জেলা মটর মালিক অফিস সংলগ্ন : ০১৭৩৮-৪৬৫৭৪৪; আমীনুর রহমান, আল-হেরা লাইব্রেরী এন্ড স্টেশনারী, ফুলতলার হাট : ০১৭৪০-৮৩৯৫২২
পাবনা	:	রফীকুল ইসলাম, চকপেলানপুর : ০১৭৪১-৩৬৯০৪৭
বগুড়া	:	হাফেয আবু তালহা, সোনাতলা : ০১৭২৫-৯৩০৩৯২
মেহেরপুর	:	রবীউল ইসলাম, কাথুলি, বড় বাজার : ০১৭৫৬-৬২৭০৩১; মাহফূযুর রহমান, তেঁতুলবাড়িয়া, পলাশীপাড়া, গাংনী : ০১৭৭৬-১৬৩০৭৫
যশোর	:	খলীলুর রহমান, হরিদ্রাপোতা হাইস্কুল, ঝিকরগাছা : ০১৭৬৩-৯৮৫৩৭৪; আনোয়ারুল ইসলাম, নতুন মূল মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কেশবপুর : ০১৭২৩-২৪৫৪৪৫
রংপুর	:	আব্দুন নূর সরকার, শেখ জামাল উদ্দীন জামে মসজিদ, মুসলিম পাড়া, আলমনগর : ০১৭৩৭-৫৩১৯৮২; মোকছেদুর রহমান, ইবতেদায়ী প্রধান, আলহাজ্ব আব্দুর রহমান দাখিল মাদ্রাসা, সারাই কাযীপাড়া, হারাগাছ : ০১৭৩১-৪৪৮৯৪৬; হাবীবুর রহমান, আফতাবাবাদ, বদরগঞ্জ : ০১৭৪০-৫৪৬৮৫৪; মুহাম্মাদ লাল মিয়া, হরি নারায়ণপুর, শঠিবাড়ী, মিঠাপুকুর : ০১৭৩৬-৮১৫৯১৬
রাজবাড়ী	:	আব্দুল্লাহ ত্বহা, পাংশা ড্রাগ সার্জিক্যাল, মৈশালা বাসস্ট্যান্ড, পাংশা : ০১৭৯৩-২০২০৮৬
লালমণিরহাট	:	মাহফূযুল হক, খোদাবাগ, সেলিম নগর : ০১৭৩১-২৫৭৫১২
সাতক্ষীরা	:	আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, ভবানীপুর, কুশখালী : ০১৭৭১-৫০০৭৪৮
সিরাজগঞ্জ	:	আবু রায়হান, শিমুল দাইড়, কাযীপুর: ০১৭৩৮-৯২২৩১৯৭; ঈসা আহমাদ, এনায়েতপুর : ০১৭৭০-৩৪১৭৫১

৬০তম সংখ্যা

জুলাই-আগস্ট ২০২৩

- **উপদেষ্টা সম্পাদক**
  ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব
- **সম্পাদক**
  ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম
- **নির্বাহী সম্পাদক**
  রবীউল ইসলাম
- **সহকারী সম্পাদক**
  নাজমুন নাঈম
- **ব্যবস্থাপনা সম্পাদক**
  মুহাম্মাদ মুঈনুল ইসলাম

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, সোনামণি প্রতিভা
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা)
নওদাপাড়া (আমচত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
সম্পাদক : ০১৭২৬-৩২৫০২৯
নির্বাহী সম্পাদক : ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৭০৯-৭৯৬৪২৪ (বিকাশ)
সোনামণি কেন্দ্রীয় অফিস : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩
Email : sonamoni23bd@gmail.com
Facebook page : sonamoni protiva

মূল্য : ১৫ (পনের) টাকা মাত্র

সোনামণি (একটি আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন) কর্তৃক প্রকাশিত ও হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হতে মুদ্রিত।

সূচিপত্র

- সম্পাদকীয়
  - মুচকি হাসি ০২
- কুরআনের আলো ০৪
- হাদীছের আলো ০৫
- প্রবন্ধ
  - সন্তান প্রতিপালনে করণীয় ০৬
  - ফযীলতপূর্ণ কিছু সূরা ও আয়াত ১২
  - আত্মহত্যা ১৭
- হাদীছের গল্প
  - উত্তম বন্দী ২৩
- এসো দো'আ শিখি ২৬
- গল্পে জাগে প্রতিভা
  - জীবনের গল্প ২৭
- কবিতাগুচ্ছ ২৯
- বহুমুখী জ্ঞানের আসর ৩০
- রহস্যময় পৃথিবী ৩১
- সংগঠন পরিক্রমা ৩২
- প্রাথমিক চিকিৎসা ৩৩
- ভাষা শিক্ষা ৩৫
- প্রতিযোগিতার নীতিমালা ৩৬
- শ্রেণীকক্ষে পালনীয় আদব ৩৯
- কুইজ ৩৯
- সোনামণির ১০টি গুণাবলী ৪০

মুচকি হাসি

সুখ-দুঃখ ও হাসি-কান্না নিয়েই পৃথিবী। এগুলো মানুষের জীবনে পর্যায়ক্রমে আবর্তিত হয়। বস্তুত আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সুখ-শান্তি ও আনন্দ প্রদানের মাধ্যমে হাসির ব্যবস্থা করে থাকেন। আবার তিনি কান্নার ব্যবস্থাও করে থাকেন। হাসি-কান্না তাঁর অসীম কুদরতের বহিঃপ্রকাশ। আল্লাহ বলেন, 'আর তিনিই হাসান এবং তিনিই কাঁদান' *(নাজম ৫৩/৪৩)*। নবী-রাসূলগণ মুচকি হাসির মাধ্যমে তাদের হৃদয়ের অনুভূতি ব্যক্ত করতেন। আল্লাহ সুলায়মান (আঃ)-এর মুচকি হাসির বর্ণনা দিয়ে বলেন, 'তার (পিঁপড়ার) কথা শুনে সুলায়মান মুচকি হাসলেন এবং বললেন, হে আমার পালনকর্তা! তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও, যাতে আমি তোমার নে'মতের শুকরিয়া আদায় করতে পারি' *(নামল ২৭/১৯)*।

সোনামণিরা! একটু লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবে, মুচকি হাসি ভালোবাসা ও সম্প্রীতির প্রতীক। হাস্যোজ্জ্বল চেহারা অল্প সময়েই একজন পরিচিত বা অপরিচিতই মানুষকে অন্তরঙ্গ বন্ধুতে পরিণত করতে পারে। একটুখানি মুচকি হাসি নিমেষেই ভুলিয়ে দিতে পারে রাশি-রাশি দুঃখ-বেদনার কথা। হাসিমুখ মানুষকে সবাই ভালোবাসে। তাকে কাছের মানুষ মনে করে মনের ব্যথা-বেদনার কথা খুলে বলে। একটুখানি মুচকি হাসি দু'জন ব্যক্তির মধ্যে সম্পর্কে নতুন মাত্রা যোগ করে দেয়। তাই সোনামণিরা পরিচিত-অপরিচিত সবার সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করবে। হাসিমুখে মানুষের সাথে কথা বলা ইসলামী সৌন্দর্যের প্রতীক। প্রতিনিয়ত চলার পথে, কাজে-কর্মে অনেক মানুষের সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হয়। এ সময় হাসিমুখে কথা বলে আমরা হতে পারি অশেষ ছওয়াবের অধিকারী।

অনেকে মনে করে, শুধু ধন-সম্পদ বা টাকা পয়সাই দান করা যায় অন্য কিছু নয়। বাস্তবে এ ধারণা ঠিক নয়। আমরা অপরের সাথে হাসিমুখে কথা বলেও দান-ছাদাক্বার ছওয়াব অর্জন করতে পারি। জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'প্রতিটি ভালো কাজই ছাদাক্বা। এমনকি তোমার কোন ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করা এবং কোন ভাইয়ের পাত্রে নিজের পাত্র থেকে পানি ঢেলে দেওয়াও ভালো কাজের অন্তর্ভুক্ত' *(তিরমিযী হা/১৯৭০; মিশকাত হা/১৯১০)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সর্বদা মুচকি হাসি হাসতেন। তাঁর এ মুচকি হাসি ছিল অসাধারণ ও মনোমুগ্ধকর। তিনি হাসলে মনে হতো মুক্তা ঝরছে। আব্দুল্লাহ ইবনুল হারিছ ইবনু জাযই (রাঃ) বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চেয়ে বেশি মুচকি হাসতে আর কাউকে দেখিনি' *(তিরমিযী হা/৩৬৪১; মিশকাত হা/৪৭৪৮)*। জাবির বিন সামুরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যে স্থানে ফজরের ছালাত আদায় করতেন সূর্য উদয় না হওয়া পর্যন্ত ঐ স্থান হতে উঠতেন না। সূর্য উদয় হলে তিনি উঠে দাঁড়াতেন এবং ছাহাবীগণও উঠে দাঁড়াতেন। তাঁরা জাহেলী যুগের বিষয় নিয়ে আলোচনা করে হাসতেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুচকি হাসতেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৭৪৭)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এমনভাবে হাসতেন না যাতে জোরে শব্দ হয়। কেননা উচ্চ শব্দে হাসা ভদ্রতার পরিচয় নয়। আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'আমি নবী (ছাঃ)-কে কখনো এমন অট্টহাসি হাসতে দেখিনি যাতে তাঁর আলাজিহ্বা দেখতে পাওয়া যেত। বরং তিনি কেবল মুচকি হাসতেন' *(বুখারী হা/৬০৯২; মিশকাত হা/৪৭৪৫)*।

মুচকি হাসি বাদ দিয়ে কারো সাথে মন্দ আচরণ করা মর্যাদা হানিকর কাজ। আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বললেন, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র নিকট মর্যাদার দিক থেকে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে মন্দ হবে, যার অনিষ্টের কারণে মানুষ তাকে বর্জন করেছে' *(বুখারী হা/৬০৩২; মিশকাত হা/৪৮২৯)*।

সুখে-দুঃখে, আনন্দে-বিষাদে কেউ রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করলে তিনি হাসিমুখে কথা বলে তার মনকে আনন্দে ভরে দিতেন। জারীর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'যখন হতে আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি তখন হতে কোন অবস্থাতেই নবী (ছাঃ) আমাকে তাঁর কাছে আসতে নিষেধ করেননি। যখনই তিনি আমাকে দেখতেন মুচকি হাসতেন' *(বুখারী হা/৩০৩৫; মিশকাত হা/৪৭৪৬)*। অপরের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করলে সে খুশি হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন 'তুমি কোন সৎকাজকে ছোট মনে কর না, যদি তোমার অপর ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎও হয়' *(মুসলিম হা/২৬২৬; মিশকাত হা/১৮৯৪)*। অতএব হে সোনামণি! তোমার কচি মুখটি মুচকি হাসিতে ভরপুর রাখো। তোমার মায়াবী চেহারা দেখে সকলের মন আনন্দে ভরে উঠুক। তবেই তুমি সুন্দর মানুষে পরিণত হতে পারবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সেই তাওফীক দান করুন-আমীন!

সহযোগিতা

মুহাম্মাদ মুঈনুল ইসলাম
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ-

'তোমরা সৎকর্ম ও আল্লাহভীতির কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালংঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠোর শাস্তি দানকারী' *(মায়েদাহ ৫/২)*।

উল্লিখিত আয়াতের প্রথমাংশে মুমিনদের সম্বোধন করে ইহরাম পরিহিত অবস্থায় আচরণবিধি ও কাফেরদের প্রতি সীমালংঘনের নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয়াংশে একে অপরের প্রতি সহযোগিতার মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে।

ইমাম সা'দী বলেন, গোপন ও প্রকাশ্য যেসব আমল আল্লাহ পসন্দ করেন তাই সৎকর্ম। এটি আল্লাহ্র কোন ইবাদত হতে পারে। যেমন, ছালাত, ছিয়াম, দাওয়াত, উত্তম চরিত্র গঠন ইত্যাদি কাজে সহযোগিতা। আবার বান্দার সাথে কোন উত্তম আচরণ হতে পারে। যেমন, পরস্পর সালাম প্রদান, সদ্ব্যবহার, বড়দের সম্মান ও ছোটদের স্নেহ করা, অসুস্থ হলে দেখতে যাওয়া ইত্যাদি। আর তাক্বওয়া হল আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) যা কিছু অপসন্দ করেন তা থেকে বিরত থাকা। যেমন, কাউকে শিরক, বিদ'আত, মিথ্যা বলা, গীবত থেকে বিরত থাকতে সাহায্য করা ইত্যাদি।

সহযোগিতা মানুষের সক্ষমতা অনুযায়ী বিভিন্নভাবে হতে পারে। জ্ঞানী ব্যক্তি মানুষকে দাওয়াত ও উপদেশ দিয়ে সঠিক পথ প্রদর্শন করবেন। ধনী তার সম্পদ সৎকাজে ব্যয় করবেন। শাসক তার ক্ষমতা সৎকাজে ব্যবহার করবেন। বীর আল্লাহ্র রাস্তায় তার শক্তি প্রয়োগ করবেন।

অন্যদিকে পাপ ও সীমালংঘনের কাজে সহযোগিতা করা যাবে না। বরং যথাসাধ্য বাধা প্রদানের চেষ্টা করতে হবে। শক্তি প্রয়োগ করে বাধা দিতে সক্ষম না হলে কথার মাধ্যমে ও কথার মাধ্যমে সক্ষম না হলে অন্তত অন্তরে পাপকে ঘৃণা করতে হবে। আর এটাই ঈমানের সর্বনিম্ন স্তর। আল্লাহ তা'আলা অমাদের তাওফীক দান করুন-আমীন!

সহযোগিতা

মুহাম্মাদ আবু তাহের
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ- وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দুনিয়ার কষ্টসমূহ থেকে একটি কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন তার একটি কষ্ট দূর করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোন গরীবের উপর (ঋণ পরিশোধ) সহজ করে দিবে, আল্লাহ তার জন্য দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ই সহজ করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ গোপন রাখবে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তার দোষ গোপন রাখবেন। আল্লাহ ততক্ষণ বান্দার সাহায্যে থাকেন যতক্ষণ বান্দা তার অপর ভাইয়ের সাহায্যে থাকে *(মুসলিম হা/২৬৯৯; মিশকাত হা/২০৪)*।

উল্লিখিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুসলিমদের একে অপরকে সহযোগিতা করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। সেই সাথে সাহায্যের বিভিন্ন ধরন ও তার প্রতিদানে আল্লাহ্র অনুগ্রহ উল্লেখ করেছেন। মুসলিম ভাইকে যেকোন প্রকার সহযোগিতা করলে আল্লাহ তাকে দুনিয়া ও আখেরাতে উত্তম প্রতিদান দিবেন।

অন্য হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদকারী মুজাহিদকে, ঋণগ্রস্তকে ঋণ পরিশোধে, চুক্তিবদ্ধ দাসকে মুক্ত হতে সাহায্য করবে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে আরশের ছায়ায় স্থান দিবেন। যেদিন তার ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া থাকবে না' *(হাকেম হা/২৪৪৮)*।

অপর দিকে আল্লাহ বলেন, '(দুর্ভোগ তাদের জন্য...) যারা নিত্য ব্যবহার্য বস্তু দানে বিরত থাকে *(মা'ঊন ১০৭/৭)*। অর্থাৎ যারা মানুষকে ছোট খাটো সহযোগিতা করা থেকে বিরত থাকে।

সন্তান প্রতিপালনে করণীয়

ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম
কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি

ভূমিকা : প্রতিটি মানব সন্তানের জন্ম আল্লাহ তা'আলার অপরূপ সৃষ্টি কৌশলের বহিঃপ্রকাশ। কেননা আল্লাহ্র রহমত ব্যতীত মানুষের নিজস্ব কোন ক্ষমতা নেই একটা মানব সন্তান জন্ম দেওয়ার। পিতা-মাতা, পরিবার ও সমাজে আনন্দের উৎস একটি সন্তান। তাই সন্তান ছেলে হোক বা মেয়ে হোক ভূমিষ্ট হওয়ার পর পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের উচিত আলাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করে 'আল-হামদুলিল্লাহ' বলা। অতঃপর সন্তান ও মায়ের সুস্থতার জন্য আলাহর নিকট দো'আ করা এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা নেওয়া। তারপর সঠিক পদ্ধতিতে সন্তান প্রতিপালনে ইসলামী বিধান মোতাবেক পর্যায়ক্রমে এগিয়ে যাওয়া। কেননা মানব জীবনের ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির জীবন বিধান ইসলাম। এতে মানুষের সার্বিক জীবনের পূর্ণাঙ্গ দিক নির্দেশনা রয়েছে। তাই প্রতিটি মানব সন্তানের প্রতিপালন সঠিক পদ্ধতিতে ইসলামের আলোকে হলেই সে আদর্শ হয়ে গড়ে উঠতে পারবে। তার দ্বারাই পরিবার, সমাজ ও দেশে শান্তির সুবাতাস প্রবাহিত হবে। আলোচ্য প্রবন্ধে সন্তান প্রতিপালনে করণীয় সম্পর্কে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

সন্তান প্রতিপালনে করণীয়

১. তাহনীক ও দো'আ করা : তাহনীক অর্থ খেজুর বা মিষ্টি জাতীয় কোন খাদ্য বস্তু চিবেয়ে বাচ্চার মুখে দেওয়া। মুসলমান সন্তান জন্মের পর প্রথম করণীয় হল তাহনীক করা। আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে শিশুদের নিয়ে আসা হত। অতঃপর তিনি তাদের জন্য বরকতের দো'আ করতেন ও তাহনীক করতেন' *(মুসলিম হা/২৮৬)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খেজুর নিয়ে তা চিবিয়ে নরম করে মুখের লালা মিশ্রিত চিবানো খেজুর দিয়ে তাহনীক করতেন। আবু মূসা আল-আশ'আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমার একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তাকে নিয়ে নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে গেলাম। তিনি তার নাম রাখলেন ইব্রাহীম

এবং খেজুর দিয়ে তার তাহনীক করলেন ও তার জন্য বরকতের দো'আ করলেন' *(বুখারী হা/৫৪৬৭)*। হিজরতের পর মদীনার ক্বোবায় জন্মগ্রহণকারী প্রথম মুহাজির সন্তান আবু বকর (রাঃ)-এর জ্যেষ্ঠ কন্যা আসমা-এর প্রথম পুত্র আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়েরকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খেজুর চিবিয়ে তার মুখে দিয়ে তাহনীক করেছিলেন *(বুখারী হা/৩৬৯৮)*। এভাবে তিনিই ছিলেন প্রথম সৌভাগ্যবান শিশু যার পেটে প্রথম রাসূল (ছাঃ)-এর মুখের লালা প্রবেশ করে। পরবর্তী জীবনে তিনি উম্মতের একজন উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন নেতা হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। আনছারগণও তাদের নবজাতক সন্তানদের রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে এনে তাহনীক করাতেন। আবু তালহা (রাঃ)-এর সদ্যজাত পুত্রকে এনে রাসূল (ছাঃ)-এর কোলে দিলে তিনি খেজুর তলব করেন। অতঃপর তা চিবিয়ে তিনি বাচ্চার গালে দেন ও নাম রাখেন 'আব্দুল্লাহ' *(মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীকা, পৃ. ৭৭-৭৮)*।

তাই সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর মুত্তাক্বী আলেম বা পরহেযগার ব্যক্তির নিকট তাকে নিয়ে গিয়ে তাহনীক ও দো'আ করে নিতে হবে। তাহনীক করার সময় নিম্নোক্ত দো'আসমূহ পাঠ করবেন : (ক) بَارَكَ اللهُ عَلَيْكَ 'বা-রাকাল্লা-হু আলায়কা' অথবা বহুবচনে 'কুম' (আল্লাহ তোমার উপর অনুগ্রহ বর্ষণ করুন!) *(মুসলিম হা/২১৪৭; মিশকাত হা/৪১৫০)*। (খ) اَللّٰهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيْمَا أَعْطَيْتَهُ 'আল্ল-হুম্মা আকছির মা-লাহু ওয়া ওয়ালাদাহু, ওয়া বা-রিক লাহু ফীমা আ'ত্বয়তাহু' (হে আল্লাহ! তুমি তার মাল ও সন্তানাদি বাড়িয়ে দাও এবং তাকে তুমি যা কিছু দিয়েছ, তাতে বরকত দাও)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর খাদেম আনাস-এর জন্য তার মা উম্মে সুলায়েম দো'আ চাইলে তিনি তার জন্য উক্ত দো'আ করেন। আনাস (রাঃ) বলেন, এতে আমার সম্পদে ও সন্তানাদিতে খুবই প্রবৃদ্ধি ঘটেছিল *(বুখারী হা/৬৩৩৪)*।

২. আযান ও ইক্বামত দেওয়া : সদ্য ভূমিষ্ট সন্তানের জন্য প্রথম করণীয় হিসাবে ডান কানে আযান ও বাম কানে ইক্বামত শুনানোর হাদীছটি মওযূ' বা জাল *(মুসনাদে আবী ইয়া'লা, সিলসিলা যঈফাহ হা/৩২১)*। কেবল আযান দেওয়া সম্পর্কিত হাদীছটি শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) ইতিপূর্বে 'হাসান' *(আবুদাঊদ হা/৫১০৫, ইরওয়া হা/১১৭৩)* হিসাবে গণ্য করলেও পরবর্তীতে তিনি এটিকে 'যঈফ' হিসাবে উল্লেখ করে বলেন, 'আমি ইতিপূর্বে আবূ রাফে'

(রাঃ) বর্ণিত এ হাদীছটি হাসান বললেও এখন আমার নিকট বর্ণনাটি যঈফ হিসাবে স্পষ্ট হয়েছে- *সিলসিলা যইফাহ হা/৬১২১*। তিনি বলেন,...অতএব আমি সদ্য ভূমিষ্ট সন্তানের কানে আযান দেওয়ার বিধান সম্পর্কে আমার পূর্ববর্তী বক্তব্য থেকে ফিরে আসলাম *(আলবানী, সিলসিলাতুল হুদা ওয়ান নূর, অডিও ক্লিপ নং ৬২৩*। এ ব্যাপারে অপর মুহাক্কিক শু'আইব আরনাঊত্বও ঐক্যমত পোষণ করেছেন *(আহমাদ হা/২৭২৩০)*। অতএব 'যঈফ' হিসাবে প্রমাণিত হওয়ার পর আযান দেওয়ার বিষয়টি আর আমলযোগ্য থাকে না *(মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীকা, পৃ. ৭৭)*।

৩. জন্মকালীন কুসংস্কার থেকে দূরে থাকা : সন্তান মায়ের গর্ভে থাকা ও প্রসবকালীন সময়ে আমাদের দেশে বিভিন্ন কুসংস্কার প্রচলিত আছে। যা শিরক-বিদ'আতে ভরপুর। এগুলো থেকে দূরে থাকা সকলের কর্তব্য। যেমন-

(১) গর্ভবতী মা সূর্য বা চন্দ্র গ্রহণের সময় থালায় পানি রেখে তাতে হাত ডুবিয়ে বসে থাকা। এ সময় এমন ধারণা করা যে, দুনিয়াবী কোন কাজ করলে সন্তানের ক্ষতি হবে। যেমন-মাছ কাটলে সন্তান হাত-পা বা ঠোঁট কাটা হয়ে জন্মগ্রহণ করবে ইত্যাদি।

(২) গর্ভের সন্তান ভালো থাকবে ভেবে গর্ভবতী মায়ের হাতে, গলায় ও কোমরে তা'বীয-কবয বা সুতা বাঁধা।

(৩) সন্তান প্রসব প্রসবে বিলম্ব হলে বা কষ্ট হলে গর্ভবতীর কোমরে আয়াতুল কুরসী বা কুরআনের আয়াত সম্বলিত তা'বীয বাঁধা। বরং এ সময়ে করণীয় হচ্ছে, অভিজ্ঞ ডাক্তার বা ধাত্রীর সাহায্য নেওয়া।

(৪) প্রসূতি থাকার ঘরকে আঁতুড় ঘর আখ্যা দিয়ে তাতে লোহার বস্তু, ছেঁড়া জাল, মুড়ো ঝাড়ু, রাবারের ফিতা প্রভৃতি টাঙ্গানো।

(৫) প্রসূতি থাকার ঘরে জিন-ভূতের উপস্থিতি দূর করার নিয়তে ধুপ বা আগর বাতি দেওয়া এবং সন্ধ্যা বাতি জ্বালানো।

(৬) শিশুকে বদ নযর থেকে রক্ষার জন্য কপালের পাশে কালো ফোঁটা বা টিপ দেওয়া ও গলায় লাল সুতা বাঁধা।

(৭) সন্তান জন্মের সপ্তম দিনে 'সাতলা' অনুষ্ঠান করা।

(৮) সন্তান জন্মের ৪০ দিনে প্রসূতির 'পবিত্রতা' অর্জনের জন্য বাড়ী-ঘর ধোয়া-লেপার বিশেষ আয়োজন করা।

৪. সন্তানকে দুধ পান করানো : মাতৃদুগ্ধই সন্তানের প্রথম ও প্রধানতম খাদ্য। এতে রয়েছে সন্তান ও মায়ের জন্য অপরিসীম উপকার। সন্তান তার মায়ের দুধ পান করবে এটা তার অধিকার। তাই প্রত্যেক মায়ের দায়িত্ব তার সন্তানকে স্নেহভরে দুধ পান করানো।

ক. দুধ পানের সময়সীমা : আল্লাহ বলেন, 'যে সমস্ত জননী সন্তানকে পুরো সময় পর্যন্ত দুগ্ধদানে আগ্রহী, তারা সন্তানদেরকে দু'বছর ধরে দুগ্ধদান করবে' *(বাক্বারাহ ২/২৩৩)*। আল্লাহ আরো বলেন, 'আমরা মানুষকে আদেশ দিয়েছি তাদের পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহারের জন্য। তার মা তাকে কষ্টের সাথে গর্ভে ধারণ করে ও কষ্টের সাথে প্রসব করেছে। আর তাকে গর্ভে ধারণ ও দুধ ছাড়াতে লেগেছে ত্রিশ মাস' *(আহক্বাফ ৪৬/১৫)*। স্বীয় সন্তানকে দুধ পানের বিষয়টি আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত বিধান। যেমন, আল্লাহ বলেন, 'আর আমরা মূসার মায়ের নিকট প্রত্যাদেশ করলাম যে, তুমি তাকে দুধ পান করাতে থাক' *(ক্বাছাছ ২৮/৭)*।

সন্তানকে দুধ পান করানোর সময় সাধারণত দু'বছর। তবে মা আপন সন্তানকে দু'বছরেরও বেশী দুধ পান করাতে পারেন। মূলত আয়াত সমূহে (বাক্বারাহ ২/২৩৩, লোকমান ৩১/১৪ ও আহক্বাফ ৪৬/১৫) দু'বছর দুধ পান করানোর সময়সীমা নির্ধারণের উদ্দেশ্য হল, দু'বছর পর যদি কোন বাচ্চা অন্য কোন মহিলার দুধ পান করে তাহলে ঐ বাচ্চা তার দুধ মা হিসাবে গণ্য হবে না *(মাসিক আত-তাহরীক ৫/৩ ডিসেম্বর, ২০০১ প্রশ্ন ২৮/৯৮)*।

খ. দুধ পান করানোর উপকারিতা : মায়ের দুধ পানে শিশুর জন্য রয়েছে বহুবিধ উপকারিতা, যা নেই গরু-মহিষের দুধ বা কৌটার দুধে। মূলত মা কর্তৃক সন্তানকে দুধ পানের বিষয়টি মানব সৃষ্টির সূচনা লগ্ন থেকেই চলে আসছে। যে তাপমাত্রায় বাচ্চার শরীর সহজেই এই দুধকে গ্রহণ করে কাজে লাগাতে পারে, মায়ের বুকের দুধে ঠিক সেই তাপমাত্রা পাওয়া যায়। বাচ্চা যখন মায়ের দুধ খাওয়া শুরু করে তখন প্রথম বারেই তার তৃষ্ণা মিটে যায়। কারণ প্রথম দিকের দুধে পানির পরিমাণ বেশী থাকে, চর্বি জাতীয় পদার্থ কম থাকে। গ্রীষ্মের ভীষণ গরমে শিশুর শরীর থেকে বের হয়ে যাওয়া পানি ও প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থের অভাব মায়ের দুধ সহজেই পূরণ করতে পারে।

শিশুর জন্য মায়ের দুধের কোন বিকল্প নেই। শিশুর জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ল্যাকটোফেরিন ও লাইসেজাইম মায়ের দুধে বিদ্যমান থাকে। মায়ের দুধে

প্রথমেই যে রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বিদ্যমান থাকে তার নাম 'ইম্যুনো গে-াবিউলিন-এ'। সন্তান প্রসবের পর যে গাঢ় ও হলুদ রঙের দুধ মায়ের কাছ থেকে আসে তাতে বেশীর ভাগই থাকে আমিষ। আর এ আমিষের শতকরা ৯৭ ভাগই 'ইম্যুনো গোবিউলিন-এ'। এটা হচ্ছে সুনির্দিষ্ট রোগ প্রতিরোধক দ্রব্য। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে, মায়ের দুধ যে শুধু স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও শিশুর নিরাপত্তা বিধানেই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে তা নয়। উপরন্তু মায়ের দুধ শিশুদের বুদ্ধিমত্তা ও শিক্ষা গ্রহণের ক্ষমতাও বাড়ায় *(মাসিক আত-তাহরীক, ৫/৩ ডিসেম্বর ২০০১, পৃ. ২৮-২৯)*।

মায়ের দুধ পানে শিশুর যেমন অনেক উপকার আছে, তেমনি মায়েরও আছে বহুবিধ উপকার। যারা বাচ্চাকে বুকের দুধ পান করান তারা তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠেন। ক্যান্সারের মত মারাত্মক রোগের সম্ভাবনা কমে যায়। এছাড়া তারা সহজেই গর্ভধারণের পূর্ব অবস্থায় ফিরে আসতে পারেন। পরম স্নেহভরে মা যখন তার সন্তানকে বুকে টেনে দুধ পান করান, তখন সন্তান মায়ের উষ্ণ আদর অনুভব করেন। যে সন্তান দুই থেকে আড়াই বছর মায়ের বুকের দুধ পান করে, সে সন্তান কি তার মায়ের সাথে অপ্রীতিকর আচরণ করতে পারে! পক্ষান্তরে বর্তমানের প্রগতিশীল নারীরা যখন আধুনিকতার খাতিরে কৃত্রিম উপায়ে বুকের দুধ উঠিয়ে ফীডার ভর্তি করে তাদের সন্তানদেরকে পান করান, অথবা দেহের সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যাবে ভেবে কৌটার দুধ বা সাদা বিষ পান করান তাদের সন্তান সুস্থ ও সবল হতে পারবে না। আর মায়ের প্রতি সন্তানের আন্তরিক শ্রদ্ধাও জাগবে না।

গ. দুধ পান না করানোর পরিণতি : আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আমি একদিন ঘুমিয়ে ছিলাম। এমতাবস্থায় দু'জন লোক এসে আমার দু'বাহু ধরে এক পাহাড়ে নিয়ে বললেন, পাহাড়ের উপর আরোহণ করুন। আমি বললাম, আরোহণ করতে পারিনা। তারা বললেন, আমরা আপনাকে সহজ করে দিব। অতঃপর পাহাড়ে আরোহণ করে দেখলাম একদল মহিলার স্তনে সাপে দংশন করছে। আমি বললাম, এরা কারা? তারা বললেন, এরা ঐসব মহিলা যারা তাদের সন্তানদের দুধ পান করা হতে বিরত রাখত' *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৯৫১)*। সুতরাং সন্তানদের ইচ্ছাকৃতভাবে দুধ পান করা থেকে বিরত রাখা পাপের কাজ। যেসব মহিলারা এরূপ কাজ করবে তারা পরকালে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে।

৫. 'বিসমিল্লাহ' বলে দুধ পান করানো :

মা সন্তানকে যতবার দুধবার করাবেন ততবার 'বিসমিল্লাহ' বলে শুরু করবেন এবং শেষে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলবেন। কেননা ছোট বাচ্চাতো এটা বলতে পারেনা। মা নিজেও খাদ্য গ্রহণকালে 'বিসমিল্লাহ' বলবেন এবং শেষে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলবেন। বাচ্চার দুধ পান করানো বয়সসীমা অতিক্রম করলে বা তাকে দুধ পান করানোর সাথে সাথে অন্য খাবার খাওয়ালেও এ অভ্যাস জারী রাখবেন। বাচ্চা কথা বলা শিখার শুরু থেকেই খাবার শুরুতে তাকে 'বিসমিল্লাহ' ও শেষে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলা শিখাবেন। কেননা খাবারের শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' ও শেষে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলা সুন্নাত। বিসমিল্লাহ বলে শুরু করলে শয়তানের প্রভাব ও শরীক হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ أَنْ لاَ يُذْكَرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ 'শয়তান সে খাদ্য নিজের জন্য হালাল করে নেয়, যে খাদ্যে বিসমিল্লাহ বলা হয় না' *(মুসলিম হা/২০১৭)*।

জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, 'তোমাদের কেউ নিজ বাড়ীতে প্রবেশকালে ও খাওয়ার সময় 'বিসমিল্লাহ' বললে, তখন শয়তান (তার সঙ্গীদেরকে) বলে, তোমাদের জন্য রাত্রি যাপনের স্থানও নেই এবং খাবারও নেই। আর বাড়ীতে প্রবেশকালে বিসমিল্লাহ না বললে শয়তান বলে তোমরা রাত্রি যাপনের সুযোগ পেলে। আর যখন খাবার সময়ও বিসমিল্লাহ না বলে তখন বলে তোমরা রাত্রি যাপনের জায়গা পেলে এবং খাবারও পেলে' *(মুসলিম হা/২০১৮)*। উল্লেখ্য যে, খাবারের শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলতে হবে। এর সাথে 'আররহমা-নির রহীম' যোগ করার অর্থাৎ বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম পুরোপুরি বলার কোন দলীল পাওয়া যায় না। খাবার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলতে ভুলে গেলে নির্দিষ্ট দো'আ পড়তে হবে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন তোমাদের কেউ খাবার খাবে তখন সে যেন 'বিসমিল্লাহ' বলে। প্রথমে বলতে ভুলে গেলে স্মরণ হওয়া মাত্র বলবে 'বিসমিল্লাহি আউওয়ালাহূ ওয়া আ-খিরাহূ' (আল্লাহ্র নামে এর শুরু ও শেষ)' *(তিরমিযী হা/১৮৫৮)*।

[চলবে]

ফযীলতপূর্ণ কিছু সূরা ও আয়াত

রবীউল ইসলাম
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

আল্লাহ তা'আলা সম্পূর্ণ কুরআনকে বরকতময় করে নাযিল করেছেন। এর প্রতিটি হরফ তেলাওয়াতে নেকী রয়েছে। তাই বলা যায় পুরো কুরআনই ফযীলতপূর্ণ। তবে কিছু কিছু সূরা ও আয়াত রয়েছে যা বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ। নিম্নে সেগুলো উল্লেখ করা হল-

১. সূরা ফাতিহা (সকল রোগের ঔষধ) : আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমরা সফরে চলছিলাম। (পথিমধ্যে) অবতরণ করলাম। তখন একটি বালিকা এসে বলল, এখানকার গোত্রের সরদারকে সাপে কেটেছে। আমাদের পুরুষগণ বাড়িতে নেই। অতএব আপনাদের মধ্যে এমন কেউ আছেন কি, যিনি ঝাড়-ফুঁক করতে পারেন? তখন আমাদের মধ্য থেকে একজন ঐ বালিকাটির সঙ্গে গেলেন। যদিও আমরা ভাবিনি যে সে ঝাড়-ফুঁক জানে। এরপর সে ঝাড়-ফুঁক করল এবং গোত্রের সরদার সুস্থ হয়ে উঠল। এতে সর্দার খুশি হয়ে তাকে ত্রিশটি বকরী দান করলেন এবং আমাদের সকলকে দুধ পান করালেন। ফিরে আসার পথে আমরা জিজ্ঞেস করলাম, তুমি ভালোভাবে ঝাড়-ফুঁক করতে জান (অথবা রাবীর সন্দেহ) তুমি কি ঝাড়-ফুঁক করতে পার?

সে উত্তর করল, না, আমি তো কেবল উম্মুল কিতাব- সূরা ফাতিহা দিয়েই ঝাড়-ফুঁক করেছি। আমরা তখন বললাম, যতক্ষণ না আমরা নবী (ছাঃ)-এর কাছে পৌঁছে তাঁকে জিজ্ঞেস করি ততক্ষণ কেউ কিছু বলবে না। এরপর আমরা মদীনায় পৌঁছে নবী (ছাঃ)-এর কাছে ঘটনাটি বললাম। তিনি বললেন, 'সে কেমন করে জানল যে, তা (সূরা ফাতিহা) রোগ আরোগ্যের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে? তোমরা নিজেদের মধ্যে এগুলো বণ্টন করে নাও এবং আমার জন্যও একটা ভাগ রেখো' *(বুখারী হা/৫০০৭)*।

আমল : সূরা ফাতিহা পাঠ করে যে কোন রোগে ঝাড়-ফুঁক করা যাবে।

২. সূরা বাক্বারাহ (জিন শয়তানের অনিষ্ঠ থেকে রক্ষার মাধ্যম) : আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা নিজেদের ঘর-বাড়িগুলো কবরস্থানে পরিণত কর না। যে বাড়িতে সূরা বাক্বারাহ পাঠ

করা হয়, অবশ্যই সে বাড়ি থেকে শয়তান পলায়ন করে' *(মুসলিম হা/৭৮০)*। অন্যত্র আবু মাস'ঊদ আনছারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি রাতে সূরা বাক্বারাহ্র শেষ দুই আয়াত পাঠ করবে, এটাই তার (রাত্রি জাগরণের) জন্য যথেষ্ট হবে' *(বুখারী হা/৫০৪০)*। অত্র আয়াতদ্বয় পাঠ করার মাধ্যমে মুমিন ব্যক্তি সুখময় জীবন লাভ করে এবং সকল প্রকার অমঙ্গল থেকে সুরক্ষিত হয়।

আমল : সূরা বাক্বারাহ্র শেষ দু'টি আয়াত প্রত্যেক রাতে ঘুমানোর পূর্বে পাঠ করতে হবে।

৩. আয়াতুল কুরসী : আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যাকাতুল ফিতর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দিলেন। আমি তিন রাত চোর আটক করলাম। বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে সে দুই রাতে ছুটে গেল। তৃতীয় রাতে সে বলল, আমাকে ছেড়ে দাও তোমাকে কিছু বাক্য শিখিয়ে দিব, যা দ্বারা তোমার উপকার হবে। আমি বললাম, সেগুলো কী? সে বলল, যখন তুমি ঘুমাতে যাবে তখন আয়াতুল কুরসী (বাক্বারাহ ২৫৫ আয়াত) পাঠ করবে। তাহলে তোমার জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে একজন রক্ষক নিযুক্ত করা হবে। আর সকাল পর্যন্ত শয়তান তোমার নিকটে আসতে পারবে না। ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট বর্ণনা করার পর তিনি বললেন, 'হে আবু হুরায়রা! তুমি কি জান সে কে? সে হল চির মিথ্যাবাদী কিন্তু তোমার সাথে সত্য বলেছে। সে হল শয়তান' *(বুখারী হা/২৩১১)*।

আমল : রাতে ঘুমাতে যাওয়ার পূর্বে এবং প্রত্যেক ফরয ছালাতের পরে পাঠ করতে হবে।

৪. সূরা আলে ইমরান (ক্বিয়ামতের দিন মেঘ খণ্ড হয়ে আসবে) : নাওয়াস ইবনু সাম'আন (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'ক্বিয়ামতের দিন কুরআন ও কুরআন অনুযায়ী যারা আমল করত তাদেরকে নিয়ে আসা হবে। সূরা বাক্বারাহ ও সূরা আলে ইমরান অগ্রভাগে থাকবে'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূরা দু'টি সম্পর্কে তিনটি উদাহরণ দিয়েছিলেন যা আমি কখনো ভুলিনি। তিনি বলেছিলেন, এ সূরা দু'টি দু'খণ্ড ছায়াদানকারী মেঘের আকারে অথবা দু'টি কালো চাদরের মতো ছায়াদানকারী হিসাবে আসবে যার মধ্যখানে আলোর ঝলকানি অথবা

সারিবদ্ধ দু'ঝাঁক পাখির আকারে আসবে এবং তেলাওয়াতকারীদের পক্ষ নিয়ে যুক্তি দিতে থাকবে' *(মুসলিম হা/৮০৫)*।

আমল : অত্র সূরাটি যে কোন সময় তেলাওয়াত করা যেতে পারে।

৫. সূরা যুমার ও বনু ইস্রাঈল : আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূরা বনু ইস্রাঈল ও সূরা যুমার না পড়ে ঘুমাতেন না' *(তিরমিযী হা/৩৪০৫)*।

আমল : সাধ্যানুযায়ী রাতে ঘুমানোর পূর্বে পাঠ করতে হবে।

৬. সূরা কাহ্ফ (দাজ্জালের ফিৎনা থেকে মুক্তি) : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'সূরা কাহ্ফের প্রথম ১০ আয়াত পাঠ করলে বা মুখস্থ করলে দাজ্জালের ফিৎনা থেকে নিরাপদ থাকা যায়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২১২৬)*। তিনি আরো বলেন, 'যে ব্যক্তি সূরা কাহ্ফ পাঠ করবে, তার জন্য ক্বিয়ামতের দিন একটি বিশেষ নূর বা আলো থাকবে' *(ত্বাবারাণী, ছহীহাহ হা/২৬৫১)*। তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি জুম'আর দিন সূরা কাহ্ফ পাঠ করবে, পরবর্তী জুম'আর দিন পর্যন্ত তার জন্য একটি নূর বা আলো জ্বালানো হবে' *(দারেমী হা/৩৪০৭; ছহীহ তারগীব হা/৭৩৬)*। বারা ইবনু আযেব (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি সূরা কাহ্ফ পাঠ করছিল। পাশেই তার দু'টি ঘোড়া বাঁধা ছিল। তৎক্ষণাৎ এক খণ্ড মেঘের আকৃতিতে ফেরেশতাগণ তাকে আচ্ছাদিত করে নিল। এমনকি তারা আরো নিকটবর্তী হতে লাগল। তখন তার ঘোড়া দু'টি লাফাতে থাকে। পরদিন সকালে তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে উক্ত ঘটনা বর্ণনা করলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'এটা রহমত, যা কুরআনের কারণে নেমে এসেছিল' *(বুখারী, মিশকাত হা/২১১৭)*।

আমল : জুম'আর দিন বা অন্যান্য যে কোন সময়ে পাঠ করা যাবে।

৭. সূরা সাজদা ও মুলক (ক্ষমা লাভের মাধ্যম) : সূরা মুলক পাঠের অনেক ফযীলত রয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, কুরআনে একটি সূরা আছে যাতে ত্রিশটি আয়াত আছে। যেটি তার পাঠকারীর পক্ষে সুফারিশ করবে এবং তার সুফারিশেই তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। সেটি হল সূরা মুলক *(ত্বাবারাণী আওসাত্ব হা/৩৬৫৪; ছহীহুল জামে' হা/৩৬৪৪)*। তিনি আরো বলেন, 'সূরা মুলক কবরের আযাব থেকে বাধাদানকারী *(ছহীহাহ হা/১১৪০; ছহীহুল জামে হা/৩৬৪৩)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, যখন মাইয়েতকে কবরে রাখা হবে এবং মাটি সবদিকে থেকে চাপ দিবে, তখন সূরা মুলক সবদিক থেকে

মাটিকে প্রতিহত করবে *(হাকেম হা/৩৮৩৯; ছহীহাহ হা/১১৪০)*। নিয়মিত পাঠকারীর জন্যই উক্ত প্রতিদান রয়েছে। অধিকাংশ হাদীছে রাতে পাঠের কথাই উল্লেখ আছে *(ছহীহুত তারগীব হা/১৪৭৫)*। এক হাদীছে এসেছে, রাসূল (ছাঃ) সূরা সাজদা ও মুলক না পড়ে রাতে ঘুমাতেন না *(তিরমিযী হা/৩০৬৬)*। তবে কেউ দিনে পাঠ করতে চাইলে করতে পারে। কারণ এগুলো যিকর। শোওয়ার সময় মনে মনে পড়লেও সমস্যা নেই। কেননা আল্লাহ অন্তর্যামী *(শূরা ৪২/২৪)*।

আমল : রাতে ঘুমাতে যাওয়ার পূর্বে তেলাওয়াত করতে হবে। কুরআন দেখে দেখে অথবা মুখস্থ তেলাওয়াত করবে।

৮. সূরা ইখলাছ : আবুদ্দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, (একদিন) নবী (ছাঃ) বললেন, তোমরা কেউ কি এক রাতে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ পাঠ করতে সক্ষম? সবাই জিজ্ঞেস করলেন, এক রাতে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ কীভাবে পড়ব? তিনি বললেন, 'قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ' সূরাটি কুরআন মাজীদের এক তৃতীয়াংশের সমান। *(মুসলিম হা/৮১১)*। অর্থাৎ গুরুত্ব ও নেকীতে কুরআনের তিনভাগের একভাগের সমান *(মুসলিম হা/৮১২)*।

আমল : নিয়মিত কোন আমল পাওয়া যায় না। তবে বেশি বেশি তেলাওয়াত করা যেতে পারে।

৯. সূরা ইখলাছ, ফালাক্ব ও নাস (মুক্তির সোপান) : আব্দুল্লাহ ইবনু খুবায়েব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ঘুটঘুটে অন্ধকার ও বৃষ্টিমুখর রাতে আমাদের ছালাত আদায় করানোর জন্য আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সন্ধানে বের হলাম। আমি তার দেখা পেলে তিনি বললেন, বল। কিন্তু আমি কিছুই বললাম না। তিনি পুনরায় বললেন, বল। এবারও আমি কিছুই বললাম না। তিনি আবার বললেন, বল। এবার আমি প্রশ্ন করলাম, আমি কী বলব? তিনি বললেন, তুমি প্রতি দিন সকাল ও বিকালে উপনীত হয়ে তিনবার করে সূরা ইখলাছ, ফালাক্ব ও নাস পাঠ করবে, আর তা প্রত্যেকটি ব্যাপারে তোমার জন্য যথেষ্ট হবে *(তিরমিযী হা/৩৫৭৫)*। অন্যত্র আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন এক রাতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাত পড়ছিলেন, এমতাবস্থায় তিনি মাটিতে হাত রাখতেই একটি বিচ্ছু তাকে দংশন করল। তৎক্ষণাৎ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জুতা দ্বারা বিচ্ছুটিকে মেরে ফেললেন। অতঃপর ছালাত

শেষ করে বললেন, বিচ্ছুটির উপর আল্লাহ্র লানত হোক। সে মুছল্লী-অমুছল্লী অথবা বলেছেন, নবী কিংবা অন্য কাউকেও ছাড়ে না। অতঃপর তিনি কিছু লবণ ও পানি চেয়ে নিলেন এবং তা একটি পাত্রে মিশালেন। অতঃপর আঙ্গুলের দংশিত স্থানে পানি ঢালতে এবং উক্ত স্থান মুছতে লাগলেন এবং সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস দ্বারা ঝাড়তে লাগলেন' *(বায়হাক্বী, শুআবুল ঈমান হা/২৩৪০; মিশকাত হা/৪৫৬৭)*। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন অসুস্থ হতেন তখন সূরা নাস ও সূরা ফালাক্ব পড়ে নিজের শরীরে ফুঁ দিতেন। সাথে সাথে স্বীয় হাত দ্বারা শরীর মুছে ফেলতেন। যখন তিনি মৃত্যু রোগে আক্রান্ত হলেন, তখন আমি সূরা নাস ও ফালাক্ব পড়ে তাঁর শরীরে ফুঁ দিতাম। ছহীহ মুসলিমে এক বর্ণনায় আছে, যখন তাঁর পরিবারের কেউ রোগে আক্রান্ত হত, তখন তিনি সূরা নাস ও ফালাক্ব পড়ে তার উপর ফুঁ দিতেন *(বুখারী হা/৪৪৩৯)*। এছাড়াও সূরা ফালাক্ব ও নাস পাঠের মাধ্যমে ঝড়-তুফান ও অন্যান্য বিপদাপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায় *(আবুদাঊদ; মিশকাত হা/২১৬৩)*।

আমল : ১. প্রত্যেক ফরয ছালাতের পর সূরা ফালাক্ব ও নাস একবার পাঠ করবে এবং সকাল ও সন্ধ্যায় তিনবার করে সূরা ইখলাছ, ফালাক্ব ও নাস পাঠ করবে। ২. রাতে বিছানায় শুয়ে ঘুমানোর পূর্বে উক্ত তিনটি সূরা পাঠ করে হাতের তালুতে ফুঁক দিয়ে মাথা থেকে পা পর্যন্ত পুরো শরীরে হাত বুলাবে। এভাবে তিনবার করবে। ৩. যে কোন রোগ-বালায় সূরা ফালাক্ব ও নাস পাঠ করে হাতে ফুঁক দিয়ে পুরো শরীরে হাত বুলাবে। ৪. যে কোন বিপদে বা ঝড়-তুফানের সময় সূরা ফালাক্ব ও নাস পাঠ করা যাবে।

১০. সূরা ইয়াসীন : মুমূর্ষ ব্যক্তির শিয়রে বসে সূরা ইয়াসীন পাঠ করা সম্পর্কিত হাদীছটি যঈফ *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৬২২)*। এছাড়া সন্তান মাতার কবরের পাশে গিয়ে ৪১ দিন সূরা ইয়াসীন পাঠ করলে কবরের আযাব মাফ করে দেওয়া হয়। যে ব্যক্তি রাত্রে শয়নকালে সূরা ইয়াসীন পাঠ করে, সে সকালে নিষ্পাপ হয়ে জেগে উঠে, সচ্ছলতা ফিরে আছে মর্মে সমাজে কথা প্রচলিত আছে। যার কোন ভিত্তি নেই। মৃত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে কবরস্থানে গিয়ে বিভিন্ন সূরা পাঠ করা, কুরআন বখশানো সবই কুসংস্কার ও বিদ'আত। রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম থেকে এধরনের কোন প্রথা প্রমাণিত নয় *(বিস্তারিত দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ২৩৮-২৪১)*।

আত্মহত্যা

বারকুল্লাহ
সুলতানগঞ্জ, গোদাগাড়ি, রাজশাহী

আত্মহত্যা একটি কবীরা গুনাহ। বর্তমান সময়ে সারা বিশ্বে আত্মহত্যা বেড়েই চলেছে। দিনে দিনে এটি মহামারী আকার ধারণ করছে। পরিবার ও সমাজের উপরে ফেলছে বিরূপ প্রভাব। তাই এ সম্পর্কে স্পষ্ট জ্ঞান থাকা এখন সময়ের দাবী।

আত্মহত্যা কী? : আত্মহত্যা দু'টি শব্দ যোগে গঠিত। আত্ম শব্দটি এসেছে আত্মা থেকে। এর অর্থ স্বীয় বা নিজ। যেমন আমরা বলি আত্মবিশ্বাস অর্থাৎ নিজের উপর বিশ্বাস। আর হত্যা শব্দের অর্থ প্রাণনাশ বা মেরে ফেলা। সুতরাং আত্মহত্যা মানে নিজেই নিজেকে মেরে ফেলা। সহজ ভাষায়, আত্মহত্যা হল নিজ হাতে নিজের জীবন শেষ করে ফেলা। যাকে ইংরেজীতে Suicide এবং আরবীতে اَلْإِنْتِحَارُ বলা হয়।

আত্মহত্যার নিষেধাজ্ঞা : আল্লাহ মানুষকে নির্দিষ্ট হায়াত দিয়ে প্রেরণ করেছেন। নির্ধারিত সময় জীবন যাপন করার পর সকলেই মৃত্যুবরণ করবে। কিন্তু নিজেই নিজেকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়া কবীরা গুনাহ। এতে আল্লাহ্র ফায়ছালাকে নিজের কাঁধে তুলে নেওয়া হয়। কারণ পৃথিবীর সবকিছু আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। এর ধ্বংস করার ক্ষমতাও আল্লাহ্র হাতে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আর তোমরা আল্লাহ্র পথে ব্যয় কর এবং নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না। তোমরা সৎকর্ম কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন' *(বাক্বারাহ ২/১৯৫)*। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'আর তোমরা নিজেদের হত্যা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়াশীল। যে কেউ সীমালংঘন ও যুলুমের বশবর্তী হয়ে এরূপ করবে, তাকে শীঘ্রই আমরা জাহান্নামে প্রবেশ করাবো। আর সেটা আল্লাহ্র জন্য খুবই সহজ' *(নিসা ৪/২৯-৩০)*।

আত্মহত্যার শাস্তি : মানুষ তার পাপের শাস্তি কখনো দুনিয়াতে কখনো আখেরাতে ভোগ করে। কোন কোন পাপের জন্য অল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতেই শাস্তি দিবেন। আবার তওবা করলে আল্লাহ উভয় জগতের

শাস্তিই ক্ষমা করতে পারেন। আত্মহত্যাকারী ব্যক্তির যেহেতু দুনিয়াবী জীবন শেষ হয়ে যায়, তার সামনে আর তওবা করার সুযোগ থাকে না। দুনিয়াতেও শাস্তি প্রাপ্ত হয় না। ফলে সে আখেরাতে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে এবং জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

সাহল ইবনু সা'দ সা'ঈদী (রাঃ) হতে বর্ণিত, (খাইবারের যুদ্ধে) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এবং মুশরিকরা মুখোমুখী হলেন। পরস্পরের মধ্যে তুমুল লড়াই হল। (বিরতির সময়) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর সেনা ছাউনিতে ফিরে আসলেন। অন্যপক্ষও তাদের ছাউনিতে ফিরে গেল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি ছিলেন, যিনি তার তরবারি থেকে একাকী কিংবা দলবদ্ধ কোন শত্রু সৈন্যকেই রেহাই দেননি। বরং পিছু ধাওয়া করে তাকে তরবারির আঘাতে হত্যা করেছেন। ছাহাবীদের কেউ কেউ বললেন, অমুক ব্যক্তি আজ যা করেছে আমাদের মধ্যে আর অন্য কেউ তা করতে সক্ষম হয়নি। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ 'কিন্তু সে তো জাহান্নামী'। একজন ছাহাবী বললেন, (ব্যাপারটা দেখার জন্য) আমি তার সঙ্গী হব। সাহল (রাঃ) বলেন, পরে তিনি ঐ লোকটির সঙ্গে বের হলেন। লোকটি থামলে তিনিও থামতেন, লোকটি দ্রুত চললে তিনিও দ্রুত চলতেন।

বর্ণনাকারী বলেন, এক সময় লোকটি যুদ্ধে ভীষণভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হল এবং (যন্ত্রণার চোটে) দ্রুত নিজের মৃত্যু কামনা করল। তাই সে তার তরবারির গোড়ার অংশ মাটিতে রেখে এর ধারালো দিক বুকের মাঝে রাখল। এরপর সে তরবারির উপর নিজেকে জোরে চেপে ধরে আত্মহত্যা করল। তখন লোকটি (অনুসরণকারী ছাহাবী) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে এসে বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহ্র রাসূল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ব্যাপার কী? তিনি বললেন, একটু আগে আপনি যে লোকটির কথা বলেছিলেন, লোকটি জাহান্নামী, তাতে লোকেরা আশ্চর্যান্বিত হয়েছিল। তখন আমি লোকটির পিছু নিয়ে ব্যাপারটি জানতে বেরিয়ে পড়ি। এক সময় লোকটি মারাত্মকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হল এবং শীঘ্র মৃত্যু কামনা করল। সে তার তরবারির হাতল মাটিতে বসিয়ে এর ধারালো ভাগ নিজের বুকের মাঝে রাখল। এরপর নিজেকে তার উপর জোরে চেপে ধরে আত্মহত্যা করল। এ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'অনেক সময় মানুষ জান্নাতীদের মত আমল

করতে থাকে, যা দেখে অন্যরা তাকে জান্নাতীই মনে করে। অথচ সে জাহান্নামী হয়। আবার অনেক সময় মানুষ জাহান্নামীদের মতো আমল করতে থাকে যা দেখে লোকজনও সেরূপই মনে করে থাকে, অথচ সে জান্নাতী' *(বুখারী হা/৪২০৩)*।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (ছাঃ) বলেছেন, 'যে লোক পাহাড়ের উপর থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে, সে জাহান্নামের আগুনে পুড়বে। চিরকাল সে জাহান্নামের ভিতর ঐভাবে লাফিয়ে পড়তে থাকবে। যে লোক বিষপানে আত্মহত্যা করবে, জাহান্নামের আগুনের মধ্যে তার হাতে বিষ থাকবে। চিরকাল সে জাহান্নামের মধ্যে তা পান করতে থাকবে। যে লোক লোহার আঘাতে আত্মহত্যা করবে, জাহান্নামের আগুনের ভিতর সে লোহা তার হাতে থাকবে। চিরকাল সে তা দিয়ে নিজের পেটে আঘাত করতে থাকবে' *(বুখারী হা/৫৭৭৮)*।

❖ **আত্মহত্যার কারণসমূহ :** প্রত্যেক মানুষ অবশ্যই মৃত্যুবরণ করবে। একথা নিশ্চিত জেনেও মানুষ সাধারণত মৃত্যুকে ভয় করে। আরেকটু সময় পৃথিবীতে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে। অপর দিকে কিছু মানুষ নিজেদের মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। যুগ যুগ ধরে সমাজবিজ্ঞানী এবং মনোবিজ্ঞানীরা এর কারণ জানার চেষ্টা করছেন। গবেষকদের মতে আত্মহত্যার কারণ ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হয়। এর প্রধান কারণসমূহ নিম্নরূপ :

১. হতাশা ও ভয় : মানুষের জীবন আনন্দ-বেদনা, সফলতা-ব্যর্থতা, সুখ-দুঃখের সমন্বয়ে গঠিত। নদীর জোয়ার-ভাটার ন্যায় উত্থান-পতন জীবনের অংশ। বারবার চেষ্টা সত্ত্বেও কোন কাজে সফল না হওয়া, কঠিন পরিস্থিতিতে উদ্ধারের পথ না পাওয়ার ফলে অনেকে হতাশায় ভেঙে পড়ে। আবার অনেকে কাজ শুরুর পূর্বে ভয় পায়। এই ভয় ও হতাশা বৃদ্ধি পেলে কেউ কেউ আত্মহত্যায় মুক্তি খোঁজে।

২. তিরস্কার ও সমালোচনা : মানুষ সমাজে বসবাস করে। সমাজের মানুষ পস্পরের সহযোগিতা ও সহানুভূতির উপর নির্ভরশীল। কিন্তু কখনো কখনো পরিবার ও সমাজের মানুষ ব্যর্থতার সময় সহানুভূতির পরিবর্তে তীব্র সমালোচনা করে। তিরস্কারের মাত্রা অধিক হলে কেউ কেউ তা সহ্য করতে না পেরে পরিবার ও সমাজহীন একাকীত্বের কবরকে ভালো মনে করে।

৩. রাগ ও অধৈর্য : ধৈর্য একটি মহৎ গুণ। বিপদে ধৈর্য ধারণ কল্যাণ বয়ে আনে। অপর দিকে অতিরিক্ত রাগী মানুষরা অল্পে অধৈর্য হয়ে ওঠে। তখন তারা হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। এমনকি আত্মহত্যার মত সিদ্ধান্ত নিতেও তারা পিছপা হয় না।

৪. নৈতিক শিক্ষার অভাব : নৈতিক শিক্ষার সবচেয়ে বড় উৎস হচ্ছে আল্লাহ্র অহি, যা মানুষকে পরকালমুখী করে। পক্ষান্তরে দুনিয়ামুখী মানুষ ইহকালীন চাওয়া-পাওয়াকে প্রাধান্য দেয়। সেখান থেকেই হতাশা ও অধৈর্য সৃষ্টি হয়। তারা আখেরাতের শাস্তিকে ক্ষুদ্র মনে করে। ফলে দুনিয়ার সমস্যা থেকে দ্রুত পরকালে পাড়ি জমাতে চায়।

৫. অধিক পাওয়ার আকাংখা : মুমিন সর্বদা অল্পে তুষ্ট থাকে। যারা অল্পে তুষ্ট হতে পারে না, তারা সর্বদা অধিক পাওয়ার আকাংখায় পাগলপারা হয়। আর তা না পেয়ে আত্মহত্যা করে। মোবাইল, মোটরসাইকেল, কম্পিউটার ইত্যাদি না পেয়ে আত্মহত্যার অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। আল্লাহ বলেন, 'অধিক পাওয়ার আকাংখা তোমাদেরকে (আমার স্মরণ থেকে) উদাসীন করে। অবশেষে তোমরা কবরস্থানে উপনীত হও' *(তাকাছুর ১০২/১-২)*।

৬. মাদকাসক্তি : আল্লাহ বলেন, 'হে বিশ্বাসীগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, বেদী ও শুভাশুভ নির্ণয়ের তীরসমূহ নাপাক ও শয়তানী কাজ' *(মায়েদাহ ৫/৯০)*। মাদক দ্রব্য মানুষের মস্তিষ্ক ধীরে ধীরে বিকৃত করে ফেলে। তাদের ভালো-মন্দ বুঝার ক্ষমতা লোপ পায়। মাদকাসক্ত ব্যক্তি নেশা অবস্থায় যা খুশি করতে পারে।

৭. মানসিক অসুস্থতা : মানুষের অসুস্থতা ২ ধরনের। শারীরিক ও মানসিক। মানসিক সমস্যার কারণে অনেকে সবকিছু নিজের উপর চাপ মনে করে। তখন সে জীবনের আনন্দ খুঁজে পায় না। আবার অনেকে শারীরিক অসুস্থতার যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে দ্রুত মৃত্যু কামনা করে।

❖ **আত্মহত্যা রোধে করণীয় :** মানব জীবনের প্রতিটি সময় একই রকম থাকে না। আমাদের জীবনে কখনো সুখ আসে, তখন আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করতে হয়। আবার কখনো দুঃখ আসে, তখন ধৈর্যধারণ করতে হয়। কিন্তু দুঃখ-কষ্টের সময় শয়তান আমাদের ধোঁকা দেয়। আত্মহত্যা করতে প্ররোচিত করে। ফলে মানুষ আত্মহত্যা করে জান্নামের অধিবাসী হয়ে যায়

এবং শয়তান আনন্দিত হয়। এই মহাপাপ থেকে বাঁচার জন্য আমাদের করণীয়সমূহ নিম্নরূপ :

১. আল্লাহভীতি অর্জন করা : তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি সর্বোত্তম গুণ। আল্লাহ্র ভয়, পরকালীন শাস্তির ভয় মানুষকে পাপ থেকে বিরত রাখে। আত্মহত্যার শাস্তি জাহান্নামের জ্বলন্ত আগুনের ভয়াবহতার কথা মানুষ জানলে তা থেকে দূরে থাকবে।

২. তাক্বদীরে বিশ্বাস করা : ঈমানের মৌলিক বিষয়সমূহের একটি হচ্ছে তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাস। আসমান-যমীন সৃষ্টির ৫০ হাযার বছর পূর্বে মানুষের ভাগ্য লেখা হয়েছে। মানুষ এর বাইরে কিছুই অর্জন করতে পারবে না। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তার আদেশ পূর্ণ করবেন। আল্লাহ প্রত্যেক বস্তুর জন্য পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন' *(তালাক ৬৫/৩)*। এই বিশ্বাস থাকলে যেকোনো বিপদে পড়লে তা কঠিন মনে হয় না। বরং তাতে ধৈর্যধারণ করা সহজ হয়।

৩. আল্লাহ্র উপর ভরসা রাখা : যে কোন সমস্যায় আল্লাহ্র উপর আস্থা রাখলে এবং তার কাছে সাহায্য চাইলে তিনি তা দূর করে দিবেন ইনশাআল্লাহ। সর্ব শক্তিমান আল্লাহ্র সাহায্যই প্রকৃত মুক্তির পথ। আল্লাহ বলেন, 'আর তিনি তাকে তার ধারণাতীত উৎস থেকে রিযিক প্রদান করে থাকেন। বস্তুতঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর ভরসা করে, তিনি তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান' *(তালাক ৬৫/৩)*।

৪. দ্বীনী জ্ঞান অর্জন করা : প্রতিটি মানুষের উচিত দ্বীনের মৌলিক বিষয় সমূহের জ্ঞান অর্জন করা। পিতা-মাতার উচিত তাদের সন্তানকে দ্বীনীশিক্ষা প্রদান করা ও আখেরাতমুখী করা। আখেরাতকে প্রাধান্য দিলে দুনিয়াবী দুঃখ, কষ্ট, হতাশা ও ব্যর্থতা তুচ্ছ মনে হবে। এতে আত্মহত্যার প্রচেষ্টা অনেকাংশে কমে যাবে।

৫. হারাম থেকে বিরত থাকা : আত্মহত্যার একটি বড় কারণ হারামের মধ্যে ডুবে যাওয়া। ইচ্ছাসত্ত্বেও অনেকে সেখান থেকে দ্রুত বের হতে পারেনা। বরং আরো নিবিড়ভাবে জড়িয়ে যায়। ফলে মনের কোণে হতাশা বাড়ে। অবশেষে আত্মহত্যায় মুক্তির পথ খোঁজে। জীবনের প্রতিটি বাঁকে সতর্কভাবে হারাম এড়িয়ে চললে এই সমস্যা কমে যাবে।

৬. পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ক দৃঢ় করা : বর্তমান সময়ে আত্মহত্যার অন্যতম কারণ একাকিত্বে ভোগা। পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ক দৃঢ় হলে এই সমস্যা দূর হয়ে যাবে। অনেকে বই পড়ে, নফল ইবাদতে সময় কাটিয়ে, শখের কোন কাজ করে একাকিত্ব দূর করতে পারেন। পরিবার ও সমাজের সদস্যরা একে অপরকে সহযোগিতার মাধ্যমে একত্রে চলতে পারলে একাকিত্ব দূর হয়ে যাবে।

৭. দো'আ করা : লক্ষ্য করলে দেখা যাবে আত্মহত্যাকারীর নিকটে কোন না কোন কারণে জীবনটা কঠিন হয়ে পড়ে। তাই আল্লাহ্র নিকট সর্বদা জীবনের সমস্যা থেকে মুক্তি প্রার্থনা করতে হবে। যাতে তিনি জীবনকে সহজ করে দেন। এক্ষেত্রে সমস্যা অনুযায়ী হাদীছে বর্ণিত দো'আসমূহ পাঠ করা যায়।

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ

'হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করছি দুশ্চিন্তা ও দুঃখ-বেদনা হতে, অক্ষমতা ও অলসতা হতে, ভীরুতা ও কৃপণতা হতে এবং ঋণের বোঝা ও মানুষের যবরদস্তি হতে' *(আবুদাঊদ হা/১৫২৯)*।

প্রিয় সোনামণিরা! পৃথিবীর এই জীবন শেষ নয়। বরং এটি একটি পরীক্ষার স্থান মাত্র। তাই দুনিয়াতে সুখ থাকবে, দুঃখ থাকবে। আনন্দের পাশাপাশি বেদনা থাকবে। জীবনের উত্থান-পতন থাকবে। সুদিনকে হানা দিবে দুর্দিন। কিন্তু কখনো হতাশ হয়ে জীবন শেষ করে দেওয়ার চিন্তা মাথায় আনা যাবে না। এটা শয়তানের ধোঁকা মাত্র। তাই বিপদের সময় ধৈর্যধারণ করতে হবে। শোককে শক্তিতে পরিণত করতে হবে। মৃত্যুর পর অনন্তজীবনের জন্য পাথেয় সঞ্চয় করতে হবে।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের সবাইকে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দান করুন। আমৃত্যু ছিরাতে মুস্তাক্বীমের উপর অটল থাকার তাওফীক দান করুন। আত্মহত্যার মত মহাপাপ থেকে রক্ষা করে আমাদের স্থায়ী বাসস্থান জান্নাতে প্রবেশ করার তাওফীক দান করুন-আমীন!

উত্তম বন্দী

আব্দুল হাসীব, কুল্লিয়া ৩য় বর্ষ
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

রাসূল (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ ছিলেন উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তাঁরা ইসলামের জন্য ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যেকোন আদেশ পালনে ছিলেন বদ্ধ পরিকর। অন্যায় ও কুফরির সাথে কখনো আপোষ করতেন না। এজন্য কোন বিপদ নেমে আসলেও তাঁরা ধৈর্যধারণ করে হক্বের উপর অবিচল থাকতেন।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) একবার দশ ব্যক্তিকে গোয়েন্দা হিসাবে সংবাদ সংগ্রহের জন্য পাঠালেন এবং আছিম ইবনু ছাবিত আনছারীকে তাঁদের নেতা নিযুক্ত করেন, যিনি আছিম ইবনু ওমর ইবনুল খাত্ত্বাবের নানা ছিলেন। তাঁরা রওনা করে যখন তাঁরা উসফান ও মক্কার মাঝে 'হাদআত' নামক স্থানে পৌঁছেন, তখন হুযায়েল গোত্রের একটি প্রশাখা-যাদেরকে লেহইয়ান বলা হয়, তাদের নিকট তাঁদের ব্যাপারে আলোচনা করা হয়। তারা প্রায় দু'শত তীরন্দাজকে তাঁদের পিছু ধাওয়ার জন্য পাঠাল। এরা তাঁদের পদচিহ্ন দেখে চলতে থাকল। ছাহাবীগণ মদীনা হতে সঙ্গে নিয়ে আসা খেজুর যেখানে বসে খেয়েছিলেন, অবশেষে তারা সে স্থানের সন্ধান পেয়ে গেল। তখন তারা বলল, এগুলো ইয়াছরিবের (মদীনার) খেজুর। অতঃপর এরা তাঁদের পদচিহ্ন দেখে চলতে লাগল। যখন আছিম ও তাঁর সাথীগণ এদের দেখলেন, তখন তাঁরা একটি উঁচু স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। আর কাফিররা তাঁদের ঘিরে ফেলল এবং তাঁদেরকে বলতে লাগল, তোমরা অবতরণ কর ও স্বেচ্ছায় বন্দীত্ব বরণ কর। আমরা তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, তোমাদের মধ্য হতে কাউকে আমরা হত্যা করব না। তখন গোয়েন্দা দলের নেতা আছিম ইবনু ছাবিত (রাঃ) বললেন, 'আল্লাহ্র কসম! আমি তো আজ কাফিরদের নিরাপত্তায় অবতরণ করব না। হে আল্লাহ! আমাদের পক্ষ থেকে আপনার নবীকে সংবাদ পৌঁছে দিন।' অবশেষে কাফিররা তীর নিক্ষেপ করতে শুরু করল। আর তারা আছিম (রাঃ) সহ সাত জনকে শহীদ করল।

অতঃপর অবশিষ্ট তিনজন খুবায়েব আনছারী, যায়েদ ইবনু দাছিনা (রাঃ) ও অপর একজন তাদের দেয়া প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকারের উপর নির্ভর করে তাদের নিকট অবতরণ করলেন। যখন কাফিররা তাদেরকে আয়ত্বে নিয়ে

নিল, তখন তারা তাদের ধনুকের রশি খুলে ফেলে তাঁদেরকে বেঁধে ফেলল। তখন তৃতীয় জন বলে উঠলেন, 'গোড়াতেই বিশ্বাসঘাতকতা! আল্লাহ্র কসম! আমি তোমাদের সঙ্গে যাব না, যাঁরা শহীদ হয়েছেন আমি তাঁদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করব'। ফলে তারা তাকে টেনে-হিঁচড়ে তাদের সাথে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু তিনি যেতে অস্বীকার করলে কাফিররা তাঁকে শহীদ করে ফেলে এবং খুবায়েব ও ইবনু দাছিনাকে নিয়ে চলে যায়। অবশেষে তাঁদের উভয়কে মক্কায় বিক্রয় করে ফেলে।

এটা বদর যুদ্ধের পরের কথা। তখন খুবায়েবকে হারিছ ইবনু 'আমিরের পুত্রগণ ক্রয় করে নেয়। আর বদর যুদ্ধের দিন খুবায়েব (রাঃ) হারিছ ইবনু 'আমিরকে হত্যা করেছিলেন। খুবাইব (রাঃ) কিছু দিন তাদের নিকট বন্দী থাকেন। ইবনু শিহাব (রহঃ) বলেন, আমাকে ওবায়দুল্লাহ ইবনু ইয়ায অবহিত করেছেন, তাঁকে হারিছের কন্যা জানিয়েছে যে, যখন হারিছের পুত্রগণ খুবায়েব (রাঃ)-কে শহীদ করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিল, তখন তিনি তার কাছ থেকে ক্ষৌরকার্য সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে একটা ক্ষুর ধার চাইলেন। তখন হারিছের কন্যা তাকে একখানা ক্ষুর ধার দিল। সে সময় ঘটনাক্রমে আমার এক ছেলে আমার অজ্ঞাতে খুবায়েবের নিকট চলে গেলে তিনি তাকে ধরেন এবং আমি দেখলাম যে, আমার ছেলে খুবাইবের উরুর উপর বসে রয়েছে এবং খুবায়েবের হাতে রয়েছে ক্ষুর। আমি খুব ভয় পেয়ে গেলাম। খুবায়েব আমার চেহারা দেখে তা বুঝতে পারলেন। তখন তিনি বললেন, তুমি কি এ ভয় করছ যে, আমি এ শিশুটিকে হত্যা করে ফেলব? কখনো আমি তা করব না। আল্লাহ্র কসম! আমি খুবায়েবের মত উত্তম বন্দী কখনো দেখিনি। আল্লাহ্র শপথ! আমি একদা দেখলাম, তিনি লোহার শিকলে আবদ্ধ অবস্থায় ছড়া হতে আঙ্গুর খাচ্ছেন, যা তাঁর হাতেই ছিল। অথচ এ সময় মক্কায় কোন ফলই পাওয়া যাচ্ছিল না। হারিছের কন্যা বলতো, এ তো ছিল আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে প্রদত্ত জীবিকা, যা তিনি খুবায়েবকে দান করেছেন। অতঃপর তারা খুবায়েবকে শহীদ করার উদ্দেশ্যে হারামের নিকট হতে হিল্লের দিকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল, তখন খুবায়েব (রাঃ) তাদেরকে বললেন, আমাকে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতে দাও। তারা তাঁকে সে অনুমতি দিল। তিনি দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে নিলেন। অতঃপর তিনি বললেন, 'তোমরা যদি ধারণা না করতে যে, আমি মৃত্যুর ভয়ে ভীত হয়ে পড়েছি তবে আমি ছালাতকে দীর্ঘ করতাম। হে আল্লাহ! তাদেরকে এক এক করে ধ্বংস করুন।' (অতঃপর তিনি এ কবিতার চরণ দু'টি আবৃত্তি করলেন)

وَلَسْتُ أُبَالِيْ حِيْنَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا * عَلَى أَيِّ شِقٍّ كَانَ لِلّٰهِ مَصْرَعِيْ

وَذَلِكَ فِيْ ذَاتِ الْإِلٰهِ وَإِنْ يَشَأْ * يُبَارِكْ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ

'আমি কোন কিছুরই পরোয়া করিনা যখন আমি মুসলিম হিসাবে নিহত হই। আল্লাহ্র রাহে যেভাবেই আমাকে পর্যদুস্ত করা হোক, তা কেবল আল্লাহ্র জন্যই করা হচ্ছে। তিনি ইচ্ছা করলে আমার বিচ্ছিন্ন অঙ্গ সমূহে বরকত দান করবেন'।

অবশেষে হারিছের পুত্র তাঁকে শহীদ করে ফেলে। বস্তুত যে মুসলিম ব্যক্তিকে বন্দী অবস্থায় শহীদ করা হয় তার জন্য দু'রাক'আত ছালাত আদায়ের এ রীতি খুবায়েব (রাঃ)-ই প্রবর্তন করে গেছেন। যেদিন আছিম (রাঃ) শাহাদতবরণ করেছিলেন, সেদিন আল্লাহ তা'আলা তাঁর দো'আ কবুল করেছিলেন। সেদিনই আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তাঁর ছাহাবীগণকে তাঁদের সংবাদ ও তাঁদের উপর যা যা আপতিত হয়েছিল সবই অবহিত করেছিলেন। আর যখন কুরাইশ কাফিরদেরকে এ সংবাদ পৌঁছানো হয় যে, আছিম (রাঃ)-কে শহীদ করা হয়েছে তখন তারা তাঁর কাছে এক লোককে পাঠায়, যাতে সে ব্যক্তি তাঁর লাশ হতে কিছু অংশ কেটে নিয়ে আসে, যেন তারা তা দেখে চিনতে পারে। কারণ বদর যুদ্ধের দিন আছিম (রাঃ) কুরাইশদের এক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলেন। আছিমের লাশের (রক্ষার জন্য) মৌমাছির ঝাঁক প্রেরিত হল, যারা তাঁর দেহ আবৃত করে রেখে তাদের ষড়যন্ত্র হতে হেফাযত করল। ফলে তারা তাঁর শরীর হতে এক খণ্ড গোশতও কেটে নিতে পারেনি *(বুখারী হা/৩০৪৫)*।

শিক্ষা : এই মর্মান্তিক দীর্ঘ ঘটনায় আমাদের জন্য অনেক শিক্ষা রয়েছে।

১. *ওয়াদা ভঙ্গ করা কাফির-মুশরিকদের চিরাচরিত অভ্যাস। তাই কাফেরদের ওয়াদা কখনো বিশ্বাস করা যাবে না।*
২. *সর্বদা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কাজ করতে হবে। তাতে মৃত্যু হলেও তোয়াক্কা করা চলবে না।*
৩. *ছালাত সর্বোত্তম ইবাদত। তাই বেশি বেশি নফল ছালাত আদায় করতে হবে।*
৪. *কোন নিষ্পাপ শিশুকে হত্যা বা যিম্মি করা যাবে না।*
৫. *আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিযিক প্রদান করেন। যেমন খুবায়েব (রাঃ)-কে ফলশূন্য মক্কায় বন্দী অবস্থায় রিযিক দিয়েছেন।*
৬. *আল্লাহ মৃত্যুর পরও মুমিন বান্দাদের সাহায্য করেন। যেমন মৌমাছি প্রেরণ করে আল্লাহ আছেম (রাঃ)-এর লাশকে রক্ষা করেছেন।*
৭. *আল্লাহ মুমিন বান্দার প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে প্রতিদান দান করবেন।*

এসো দো'আ শিখি

৩৮. বিপদগ্রস্ত লোককে দেখে দো'আ :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ عَافَانِىْ مِمَّا ابْتَلاَكَ بِهِ وَفَضَّلَنِىْ عَلَى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلاً-

উচ্চারণ : *আল-হাম্দু লিল্লা-হিল্লাযী 'আ-ফা-নী মিম্মাব্তালা-কা বিহী ওয়া ফাযযলানী 'আলা কাছীরিম্ মিম্মান খলাক্বা তাফ্যীলা।*

অর্থ : আল্লাহ্র শোকর, যিনি তোমাকে যাতে পতিত করেছেন তা হতে আমাকে নিরাপদে রেখেছেন এবং আমাকে তাঁর সৃষ্টির অনেক জিনিস অপেক্ষা অধিক মর্যাদা দান করেছেন' *(তিরমিযী হা/৩৪৩২; মিশকাত হা/২৩২৯)*।

ফযীলত : ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) ও আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোন বিপদগ্রস্তকে দেখে উক্ত দো'আ পাঠ করবে, তার প্রতি ঐ বিপদ কখনও পৌঁছবে না, সে যেখানেই থাকুক না কেন' *(আবুদাঊদ হা/১৫৩৭; মিশকাত হা/২৪৪১)* ।

৩৯. শত্রুর শত্রুতা থেকে বাঁচার জন্য দো'আ :

আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) যখন কোন দল সম্পর্কে ভয় করতেন তখন বলতেন,

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِىْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ-

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মা ইন্না নাজ'আলুকা ফী নুহূরিহিম ওয়া না'ঊযুবিকা মিন শুরূরিহিম।*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! তোমাকে তাদের সামনে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করছি এবং তাদের অনিষ্টতা থেকে বাঁচার জন্য তোমার আশ্রয় চাচ্ছি' *(আবুদাঊদ হা/১৫৩৭; মিশকাত হা/২৪৪১)*।

৪০. ভালো ব্যবহার করলে তার জন্য দো'আ :

جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا - *(জাঝা-কাল্ল-হু খাইরান)*।

অর্থ : 'আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন' *(তিরমিযী হা/২০৩৫)*।

(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম প্রণীত 'ছহীহ কিতাবুদ্ দো'আ' শীর্ষক গ্রন্থ, পৃষ্ঠা : ৮৭-৮৮)।

জীবনের গল্প

মূল : মুহসিন জব্বার
অনুবাদ : নাজমুন নাঈম
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

মা আমাকে ক্ষমা কর

এক ছেলে তার মায়ের কাছে হাত খরচের জন্য কিছু টাকা চাইল এবং একথা তার বাবার কাছে গোপন রাখতে বলল। কিন্তু তার মা তাকে টাকা দিতে অস্বীকার করলেন। কারণ তিনি জানতেন, সে এটি কেবল ভিডিও গেম খেলে ও তার পসন্দের খাবার কিনে শেষ করে ফেলবে। ছেলেটি মনে করল, তার সাথে অন্যায় করা হয়েছে। ফলে সে খুবই রেগে গেল এবং মায়ের থেকে টাকা নেওয়ার একটা ফন্দি বের করল।

সন্ধ্যায়, তার মা যখন রান্নাঘরে রাতের খাবার তৈরি করছিলেন, ছেলেটি তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। অতঃপর তার মাকে একটি কাগজ দিল, যা সে আগেই লিখে রেখেছিল। মা হাত মুছে কাগজটি নিলেন এবং পড়তে শুরু করলেন :

১) এ সপ্তাহে আমার ঘর পরিষ্কার করা বাবদ -১০০০ টাকা
২) তোমার পরিবর্তে বাজারে যাওয়া বাবদ -১৫০০ টাকা
৩) ছোট ভাইয়ের সাথে খেলা করা বাবদ -২০০০ টাকা
৪) বাড়ি পরিষ্কারে তোমাকে সহযোগিতা বাবদ -১৫০০ টাকা
৫) মাদ্রাসায় আমার প্রথম স্থান অধিকার বাবদ -৩০০০ টাকা

মোট -৯০০০ টাকা

((ঘাম শুকানোর পূর্বে আমার মজুরী যথাযথভাবে বুঝিয়ে দেও))

মা পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলের দিকে তাকিয়ে স্নেহময় মুচকি হাসলেন। তিনি একটি কলম হাতে নিলেন। অতঃপর কাগজটি উল্টে লিখলেন :

১) ৯ মাস আমার পেটে তোমাকে বহনের মূল্য - অপরিশোধ্য
২) ২০ মাস তোমাকে পান করানো দুধের মূল্য - অপরিশোধ্য
৩) ৬ বছর তোমার কাপড় পরিবর্তন ও পরিচ্ছন্নতার মূল্য - অপরিশোধ্য

৪) অসুস্থতায় তোমাকে সেবা করার জন্য তোমার পাশে জেগে থাকা সকল রাতের মূল্য- অপরিশোধ্য

৫) দীর্ঘ কয়েক বছর তোমার জন্য ঝরা চোখের পানি ও পরিশ্রমের মূল্য- অপরিশোধ্য

৬) তোমার জন্য ভয় ও উৎকণ্ঠায় কাটানো সকল রাতের মূল্য - অপরিশোধ্য

৭) আজ পর্যন্ত সকল খাদ্য, বস্ত্র ও খেলনার মূল্য- অপরিশোধ্য

হে আমার ছেলে! যদি এই সবকিছু একসাথে কর, তাহলে দেখবে তোমার প্রতি আমার ভালোবাসার মূল্য- অপরিশোধ্য (যা পরিশোধ করা সম্ভব নয়)

যখন ছেলেটি তার মায়ের লেখা পড়ে শেষ করল, তখন তার চোখ কান্নায় ভেসে গেল। সে তার মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'মা! আমাকে ক্ষমা কর, আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি'। তারপর সে কলমটি নিল এবং বড় বড় করে লিখল, **'যে ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব নয়'**।

অতএব উদার হও, দাবীদার হয়ো না, বিশেষ করে পিতা-মাতার প্রতি। সম্পদ ছাড়াও তাদের দেওয়ার মত তোমার অনেক কিছু রয়েছে।

শিক্ষা :

১. *পিতা-মাতার ঋণ কখনো শোধ করা সম্ভব নয়। তাই তাদের সাথে সর্বদা ভালো ব্যবহার করতে হবে।*

২. *পিতা-মাতা সব সময় সন্তানের কল্যাণ কামনা করেন। কিন্তু আমরা তা বুঝতে পারি না।*

উপদেশ

- যদি তোমার মা বেঁচে থাকেন এবং তোমার নিকটে থাকেন, তাঁর কপালে চুমু দেও। তোমাকে ক্ষমা করার অনুরোধ কর।
- যদি তিনি দূরে থাকেন তাঁর কাছে ফিরে যাও।
- আর যদি তিনি মৃত্যুবরণ করেন, আল্লাহ্র নিকটে তাঁর জন্য রহমত কামনা কর ও আল্লাহ্র রাস্তায় দান কর।

কবিতা গুচ্ছ

শৈশব

আফসারুদ্দীন
সহ-পরিচালক, সোনামণি মারকায এলাকা।

আমার শৈশবের স্মৃতি মনে পড়ে
সে যেন ঝিনুকে লুকানো মুক্ত।
হারিয়ে যাওয়া দিনে গেলে ফিরে
ভেসে ওঠে কিছু স্মৃতি অনুক্ত।

মনে পড়ে শৈশবের সেই মাদ্রাসা
সবার আগে গিয়ে প্রথম বেঞ্চে বসা।
গায়ে নীল পাজামা, পাঞ্জাবি আর টুপি
ক্লাসের ফাঁকে হালকা দুষ্টুমি চুপিচুপি।

শৈশব মানে প্রতিদিন নতুন কিছু শেখা
এলোমেলো ভাবনার কত গল্প লেখা।
শৈশব মানে নতুন ফুলের কুড়ি
মাদ্রাসার মাঠে বন্ধুদের হুড়াহুড়ি।

শৈশব মানে বিকেলে খেলার মাঠে
কত খেলায় মেতে ওঠা একসাথে।
শৈশব মানে কুড়ানো রঙিন ফুল
সব আজ হারিয়ে গেছে বিলকুল।

শৈশব মানে জীবন শুরুর ছোট গল্প
অনাবিল হাসি আর কান্না অল্প অল্প।
শৈশব সে তো আনন্দ এলোমেলো
মন চায়, আবার শৈশবে ফিরে চল।

সালাফী মানহাজ

আবু জাহিদ
সহ-পরিচালক, সোনামণি রাজশাহী সদর।

সালাফী মানহাজের পথিক আমরা
আল্লাহ্র রাসূলের খাঁটি অনুসারী।
মাযহাব, তরীকা সব ছেড়ে আমরা
কুরআন-হাদীছ মানি সরাসরি।

আমাদের আল্লাহ নন নিরাকার
সমুন্নত তিনি আরশের উপর।
আমাদের রাসূল মাটির তৈয়ার
অহি বহন ছিল দায়িত্ব তাঁর।

আমাদের আক্বীদা, আমাদের আমল
ছাহাবাগণের পথে সদা অবিচল
শিরক-বিদ'আত আর কুসংস্কার
দূর করব মোরা সব অনাচার

নির্জন আক্বাবায় গভীর রাতে
বায়'আত করলেন যারা নবীর হাতে
বদর, ওহোদে যারা ছিলেন শরীক
আমরা তাদেরই পথের পথিক।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেছেন, 'মুজাহিদ সেই, যে আল্লাহ্র আনুগত্যের সাধনায় নিজের মনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে' *(আহমাদ হা/২৪০০৪)*।

বহুমুখী জ্ঞানের আসর

- **আল-কুরআন** (সূরা ফীল)

১. ফীল শব্দের অর্থ কী?

উত্তর : হাতি।

২. সূরা ফীল কুরআনের কততম সূরা?

উত্তর : ১০৫তম।

৩. সূরা ফীল-এ কতটি আয়াত আছে?

উত্তর : ৫টি।

৪. সূরা ফীল-এ কতটি শব্দ ও বর্ণ আছে?

উত্তর : ২৩টি শব্দ ও ৯৬টি বর্ণ।

৫. সূরা ফীল কখন ও কোথায় অবতীর্ণ হয়?

উত্তর : সূরা কাফেরূন-এর পরে মক্কায় অবতীর্ণ হয়। অতএব এটি মাক্কী সূরা।

৬. আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর জন্মের কত বছর পূর্বে কা'বা আক্রমণের ঘটনা ঘটেছিল?

উত্তর : ৫০ বা ৫৫ দিন পূর্বে।

৭. আবরাহা বাহিনীকে প্রতিহত করার জন্য কে জিহাদের আহ্বান করেছিলেন?

উত্তর : ইয়ামনের সাবেক শাসক বংশের নেতা যূ-নফর।

৮. হস্তিবাহিনীকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্য কী ছিল?

উত্তর : কা'বা গৃহকে রক্ষা করা।

৯. বায়তুল্লাহ্র হেফাযত ও নিরাপত্তার দায়িত্ব কার?

উত্তর : আল্লাহ্র।

১০. আল্লাহ হস্তিবাহিনীকে কীভাবে ধ্বংস করেন?

উত্তর : পক্ষীকুল পাঠিয়ে তাদের মাধ্যমে কংকর নিক্ষেপ করে।

পানির রহস্য

প্রিয় সোনামণিরা! তোমরা কি চাঁদপুর যেলায় অবস্থিত তিন নদীর মোহনায় গিয়েছ? যেখানে পদ্মা, মেঘনা ও ডাকাতিয়া তিনটি নদী মিলিত হয়েছে। কিন্তু তিন নদীর পানি মিশে যায় না। পাশাপাশি আলাদা রঙের পানি প্রবাহিত হয়। শুধু চাঁদপুরে নয়, আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের মিলনস্থানে, আলাস্কা উপসাগরেও পানির এমন প্রবাহ দেখা যায়।

এমন কেন হয়? এর অনেকগুলো কারণ বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন। তার মধ্যে পানির উৎস, ঘনত্ব, প্রবাহের দিক, গঠনের উপাদান ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। মূলত এটি আল্লাহ্র সৃষ্টির একটি নিদর্শন। এর কারণ আল্লাহ্ই ভালো জানেন। আল্লাহ বলেন, তিনি দু'টি সমুদ্রকে প্রবাহিত করেছেন মিলিতভাবে। উভয়ের মাঝে করেছেন অন্তরাল, যা তারা অতিক্রম করে না *(রহমান ৫৫/১৯-২০)*।

এসো হে সোনামণি! রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শে জীবন গড়ি।

সোনামণি প্রশিক্ষণ

ভুগরইল, পবা, রাজশাহী ৯ই জুন শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার পবাথানাধীন ভুগরইল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের মুওয়ায্যিন মুহাম্মাদ আব্দুল লতীফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুস্তাফীযুর রহমান। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন মারকায এলাকা হাসনাহেনা শাখার সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুর নূর।

চর ঘোষপুর, পাবনা ১৬ই জুন শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার সদর থানাধীন চর ঘোষপুর সাকার মার্কেট আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'সোনামণি' পাবনা যেলার উদ্যোগে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীকের সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ, প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ আফতাবুদ্দীন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুল মজীদ, যেলা 'আল-'আওন'-এর সভাপতি ডা. মুহাম্মাদ ইকবাল, সিরাজগঞ্জ যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ রাসেল প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মাদ হাসান। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি রাফিউল ইসলাম ও জাগরণী পরিবেশন করে সুর্মিলা খাতুন।

> জনৈক বেদুঈন এসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, সর্বাধিক বিচক্ষণ মুমিন কে? তিনি বললেন, 'যে মুমিন মৃত্যুকে অধিক স্মরণ করে এবং পরকালীন জীবনের জন্য সবচেয়ে সুন্দর প্রস্তুতি গ্রহণ করে' *(ইবনু মাজাহ হা/৪২৫৯)*।

হিট স্ট্রোক

ডা. এ বি এম আবদুল্লাহ, ডীন, মেডিসিন অনুষদ
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

বর্তমানে পৃথিবীর একটি বড় দুশ্চিন্তার কারণ তাপমাত্রা বৃদ্ধি। প্রতি বছর সর্বোচ্চ তাপমাত্রার নতুন নতুন রেকর্ড হচ্ছে। শীত ও বর্ষা মৌসুমের সময় সীমা কমে আসছে। নানা রকম অসুখে আক্রান্ত হচ্ছে অনেকে। এর মধ্যে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ হল হিট স্ট্রোক। প্রচণ্ড গরমে হিট স্ট্রোকে আক্রান্ত হতে পারেন বড়-ছোট সকল বয়সের মানুষ। তীব্র রোদে পশু-পাখির হিট স্ট্রোকের ঘটনাও মাঝে মাঝে শোনা যায়। তাই এ সম্পর্কে আমাদের জানা প্রয়োজন।

হিট স্ট্রোক কী? মানুষের শরীরে একটি তাপ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি আছে, যা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত তাপ সহ্য করতে পারে। প্রচণ্ড গরমে যখন শরীরের তাপ সেই সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন হিট স্ট্রোক হয়। সাধারণত শরীরের তাপমাত্রা ১০৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট ছাড়িয়ে গেলে তাকে হিট স্ট্রোক বলে।

হিট স্ট্রোক কাদের বেশি হয়? প্রচণ্ড গরমে ও আর্দ্রতায় যে কারো হিট স্ট্রোক হতে পারে। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে হিট স্ট্রোকের সম্ভাবনা বেশি। এর মধ্যে শিশু ও বৃদ্ধদের শরীরে তাপ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা কম থাকায় তাদের হিট স্ট্রোকের সম্ভাবনা বেশি থাকে। এ ছাড়া যারা বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত থাকেন ও বেশি ওষুধ সেবন করেন এবং প্রচণ্ড রোদে যারা শারীরিক পরিশ্রম করেন যেমন কৃষক, শ্রমিক, রিকশাচালক তাদেরও হিট স্ট্রোকের ঝুঁকি থাকে।

হিট স্ট্রোকের লক্ষণগুলো কী? তাপমাত্রা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেহে নানা রকম প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। প্রাথমিকভাবে হিট স্ট্রোকের আগে অপেক্ষাকৃত কম মারাত্মক হিট ক্যাম্প অথবা হিট এক্সেশন হতে পারে। তখন শরীরের মাংসপেশিতে ব্যথা হয়, শরীর দুর্বল লাগে এবং প্রচণ্ড পিপাসা পায়। শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুত হয়, মাথা ব্যথা ও ঝিমঝিম করে, বমি বমি ভাব হয়। এপর্যন্ত শরীরের তাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং রোগীর শরীর প্রচণ্ড ঘামতে থাকে। এ অবস্থায় দ্রুত ব্যবস্থা না নেওয়া হলে হিট স্ট্রোক হতে পারে।

হিট স্ট্রোক হলে শরীরের তাপমাত্রা দ্রুত ১০৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট ছাড়িয়ে যায়। শরীরের ঘাম বন্ধ হয়ে যায়, ত্বক শুষ্ক ও লালচে হয়ে যায়। আরো

নিশ্বাস দ্রুত হয়। হৃদস্পন্দন ক্ষীণ ও দ্রুত হয় এবং রক্তচাপ কমে যায়। এছাড়া খিঁচুনি, মাথা ঝিমঝিম করা, অস্বাভাবিক আচরণ ইত্যাদি হতে পারে। এমনকি রোগী অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে।

প্রতিরোধের উপায় কী? গরমের দিনে কিছু সতর্কতা মেনে চললে হিট স্ট্রোক থেকে বেঁচে থাকা যায়। এগুলো হলো-

১. হালকা ও ঢিলেঢালা পোশাক পরিধান করুন। কাপড় সাদা বা হালকা রঙের এবং সুতি হলে ভালো হয়।
২. যথাসম্ভব ঘরের ভিতরে বা ছায়াযুক্ত স্থানে থাকুন।
৩. বাইরে যেতে হলে মাথার জন্য চওড়া কিনারাযুক্ত টুপি, ক্যাপ বা ছাতা ব্যবহার করুন।
৪. বাইরে যারা কাজকর্মে নিয়োজিত থাকেন, তারা মাথায় গামছা বা কাপড় জড়িয়ে নিতে পারেন।
৫. প্রচুর স্যালাইন, শরবত, ফলের রস ও পানি পান করুন। পানি অবশ্যই বিশুদ্ধ হতে হবে।
৬. তাপমাত্রা বৃদ্ধিকারী পানীয় যেমন-চা ও কফি যথাসম্ভব কম পান করা উচিত।
৭. রোদের মধ্যে শ্রমসাধ্য কাজ করা থেকে বিরত থাকুন। এসব কাজ সম্ভব হলে রাতে বা খুব সকালে করুন। যদি দিনে করতেই হয়, তাহলে কিছুক্ষণ পরপর বিশ্রাম করুন।

আক্রান্ত হলে কী করণীয়? প্রাথমিকভাবে হিট স্ট্রোকের আগে লক্ষণসমূহ দেখা দিলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিলে এটা প্রতিরোধ সম্ভব। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তি নিজেই যা করতে পারেন তা হলো-

১. দ্রুত ঠাণ্ডা ও ছায়াযুক্ত স্থানে চলে যান। সম্ভব হলে ফ্যান বা এসি ছেড়ে দিন।
২. ভেজা কাপড় দিয়ে শরীর মুছে ফেলুন। সম্ভব হলে গোসল করুন।
৩. পানি বা খাবার স্যালাইন পান করুন।
৪. সম্ভব হলে কাঁধে, বগলে ও তলপেটে বরফ দিন।
৫. যদি হিট স্ট্রোক হয়ে যায়, দ্রুত হাসপাতালে নেওয়ার ব্যবস্থা করুন।
৬. সব সময় খেয়াল রাখবেন হিট স্ট্রোকে অজ্ঞান রোগীর শ্বাসপ্রশ্বাস চলছে কি না। প্রয়োজন হলে কৃত্রিমভাবে শ্বাস প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

ভাষা শিক্ষা

সারোয়ার মেছবাহ
পরিচালক, সোনামণি মারকায এলাকা।

প্রিয় সোনামণিরা! গত সংখ্যায় আমরা বিপরীতার্থক শব্দ তৈরি শিখেছি। এ সংখ্যায় আমরা বচন সম্পর্কে জানব। যাকে ইংরেজীতে Number ও আরবীতে عَـدَدْ বলে। প্রথমেই আমাদের জানতে হবে বচনের প্রকারভেদ। বাংলা ও ইংরেজীতে বচন দুই প্রকার। একবচন (Singular) ও বহুবচন (Plural)। কিন্তু আরবীতে বচন তিন প্রকার। একবচন (وَاحِـدْ), দ্বিবচন (تَثْنِيَةْ) ও বহুবচন (جَمْعَ)।

আরবীতে একবচন থেকে দ্বিবচন করা খুব সহজ। শব্দের শেষে انِ যোগ করলেই হয়। যেমন : قَلَمٌ থেকে قَلَمَـانِ, كِتَـابٌ থেকে كِتَابَـانِ, طَالِـبٌ থেকে طَالِبَـانِ। কিন্তু বহু বচনের জন্য নির্দিষ্ট কোন নিয়ম নেই। যেমন : قَلَـمٌ থেকে أَقْـلَامٌ, كِتَـابٌ থেকে كُتُـبٌ। এসব শব্দের বহুবচন জানতে অভিধানের সাহায্য নিতে হয়। তবে পুরুষ ও স্ত্রীবাচক কিছু শব্দের বহুবচনে রূপান্তরের নিয়ম রয়েছে। এক্ষেত্রে مُـذَكَّر বা পুরুষবাচক শব্দে وْنَ যোগ করতে হয় এবং مُؤَنَّـثْ বা স্ত্রীবাচক শব্দে اتٌ যোগ করতে হয়। যেমন : طَالِبٌ থেকে طَالِبُوْنَ, طَالِبَةٌ থেকে طَالِبَاتٌ।

বাংলায় বহুবচন শব্দ গঠনের জন্য শব্দের শেষে গুলো, রা, রাজি, সমূহ, বৃন্দ, কুল ইত্যাদি শব্দ যোগ করা হয়। যেমন : কলমগুলো, শিশুরা, বৃক্ষরাজি, শিক্ষকবৃন্দ, প্রাণিকুল ইত্যাদি।

ইংরেজীতে বহুবচন তৈরি করা খুব সহজ। একবচন শব্দের শেষে s, es, ies, ves যোগ করলে বহুবচন হয়। যেমন : Pen থেকে Pens, Tree থেকে Trees, Bus থেকে Buses, Baby থেকে Babies, Leaf থেকে Leaves। তবে কিছু বহুবচন নিয়ম ছাড়ায় তৈরি হয়। যেমন : Man থেকে Men, Mouse থেকে Mice, Child থেকে Children আবার কিছু শব্দ একবচনে ও বহুবচনে একই রকম থাকে। যেমন : Deer, Sheep, Fish।

সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২৩

নীতিমালা

ক- গ্রুপ

ক- গ্রুপ : বয়স : ৭ থেকে ১১ বছর (প্রতিযোগীর বয়স ২০২৩ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর সর্বোচ্চ ১১ বছরের মধ্যে থাকতে হবে)।

☆ **আক্বীদা ও দো'আ (সকল বিষয়ের সাথে আবশ্যক) :** (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত)।

নিম্নের ৩টি বিষয়ের মধ্যে প্রতিযোগী যে কোন ২টি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

বিষয়গুলোর ১ ও ২নং মৌখিকভাবে এবং ৩নং এমসিকিউ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে।

◈ **প্রতিযোগিতার বিষয় :**

১. **তাজবীদ ও অর্থসহ হিফযুল কুরআন :** সূরা ফাতিহা, তাকাছুর, আছর, মা'ঊন, ইখলাছ ও আলাক্ব ১-৮ আয়াত।

২. **অর্থসহ হিফযুল হাদীছ :** (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ২০টি হাদীছ)।

৩. **সাধারণ জ্ঞান : সোনামণি জ্ঞানকোষ-১** সম্পূর্ণ বই।

খ- গ্রুপ

খ- গ্রুপ : বয়স : ১১+ থেকে ১৫ বছর (প্রতিযোগীর বয়স ২০২৩ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর সর্বোচ্চ ১৫ বছরের মধ্যে থাকতে হবে।

☆ **আক্বীদা ও দো'আ (সকল বিষয়ের সাথে আবশ্যক) :** (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত)।

নিম্নের ৩টি বিষয়ের মধ্যে প্রতিযোগী যে কোন ২টি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

বিষয়গুলোর ১ ও ২নং মৌখিকভাবে এবং ৩নং এমসিকিউ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে।

◈ প্রতিযোগিতার বিষয় :

১. তাজবীদ ও অর্থসহ হিফযুল কুরআন এবং অর্থসহ হিফযুল হাদীছ।

(ক) তাজবীদ ও অর্থসহ হিফযুল কুরআন : সূরা ছফ সম্পূর্ণ *(বি. দ্র. সহায়ক গ্রন্থ : তাজবীদ শিক্ষার জন্য মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব লিখিত 'তাজবীদ শিক্ষা' বইটি সংগ্রহ করুন)*।

(খ) অর্থসহ হিফযুল হাদীছ : (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ২০টি হাদীছ)।

২. জাগরণী : (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ১০টি জাগরণী)।

৩. সাধারণ জ্ঞান :

সোনামণি জ্ঞানকোষ-২-এর ইসলামী জ্ঞান (সম্পূর্ণ ৬-১৯ পৃ.), সাধারণ জ্ঞান (স্বদেশ, ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা বিভাগ ২০-৪৬ পৃ.), সাধারণ জ্ঞান (বিদেশ, প্রাণী জগৎ, উদ্ভিদ জগৎ, শিশু অধিকার ও ভাষা ৬৩-৭৫ পৃ.) সংগঠন বিষয়ক (৯৪-৯৮ পৃ.) এবং বুদ্ধিমত্তা ইংরেজী (৯৯ পৃ.)।

◈ প্রতিযোগিতার নীতিমালা :

১. প্রতিটি বিষয়ে পরীক্ষার মান হবে ৭০ এবং আবশ্যিক বিষয়ে মান হবে ৩০ সর্বমোট ১০০।

২. ইতিপূর্বে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীরা পুনরায় উক্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

৩. প্রতিযোগীদের অবশ্যই **জ্ঞানকোষ-১** (৪র্থ সংস্করণ) ও **জ্ঞানকোষ-২** (২য় সংস্করণ) সংগ্রহ করতে হবে।

৪. সোনামণি বালক ও বালিকাদের পৃথকভাবে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে এবং পুরস্কারও পৃথকভাবে দেওয়া হবে।

৫. শাখা, উপযেলা/মহানগর ও যেলা পর্যায়ের সকল স্তরের প্রতিযোগিতা স্ব স্ব পরিচালনা পরিষদ নিজ উদ্যোগে গ্রহণ করে পুরস্কার প্রদান করবেন এবং প্রতিটি বিষয়ে **তিনজন বাছাইকৃত সোনামণিকে পরবর্তী স্তরে প্রতিযোগিতার সুযোগ দিবেন। সার্বিক বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।**

৬. প্রতিটি বিষয়ের জন্য ৩ জন করে বিচারক হবেন।

৭. প্রতিযোগীকে পূরণকৃত 'ভর্তি ফরম' এবং জন্ম নিবন্ধন-এর ফটোকপি অপর পৃষ্ঠায় অভিভাবকের মোবাইল নম্বরসহ অবশ্যই সঙ্গে আনতে হবে।

৮. কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে ১০০/- (একশত) টাকা পরীক্ষার ফী প্রদান করে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হবে।

৯. শাখা, উপযেলা/মহানগর ও যেলা পরিচালকবৃন্দ **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'**-এর সভাপতি/উপদেষ্টার সাথে বিশেষ পরামর্শক্রমে প্রতিযোগিতার সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১০. বিষয়ভিত্তিক প্রতিযোগীদের পৃথক পৃথক তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। প্রতিযোগিতার ফলাফল এবং প্রতিযোগীদের তালিকা পূর্ণাঙ্গ ঠিকানাসহ শাখা উপযেলায়, উপযেলা যেলায় এবং যেলা কেন্দ্রে প্রেরণ করবে।

১১. ১ম, ২য় ও ৩য় পুরস্কার ছাড়াও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হবে।

১২. কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতার কমপক্ষে ১০ দিন পূর্বে যেলা পর্যায়ের প্রতিযোগিতার ফলাফল অবশ্যই কেন্দ্রে পৌঁছাতে হবে।

◈ প্রতিযোগিতার তারিখ :

১. শাখা : ৮ই সেপ্টেম্বর (শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।
২. উপযেলা : ১৫ই সেপ্টেম্বর (শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।
৩. যেলা : ২২শে সেপ্টেম্বর (শুক্রবার, সকাল ৮-টা)।
৪. কেন্দ্রীয় কার্যালয় : ১২ই অক্টোবর (বৃহস্পতিবার, সকাল ১০-টা)।

উল্লেখ্য যে, দেশের সার্বিক পরিস্থিতি অনুযায়ী সকল স্তরের প্রতিযোগিতার তারিখ পরিবর্তন হতে পারে।

শ্রেণীকক্ষে পালনীয় আদব

১. শ্রেণীকক্ষে প্রবেশের সময় সহপাঠীদের উদ্দেশ্যে সালাম দেওয়া।

২. শিক্ষককে ক্লাসে প্রবেশ করতে দেখে না দাঁড়িয়ে তাঁকে সালাম দেওয়া অথবা তিনি সালাম দিলে তাঁর সালামের জওয়াব দেওয়া।

৩. শিক্ষক ক্লাসে থাকাবস্থায় প্রবেশের জন্য 'সালাম' দিয়ে অনুমতি প্রার্থনা করা।

৪. অনুমতি ব্যতীত কারো আসনে না বসা।

৫. নির্ধারিত আসনের অতিরিক্ত সহপাঠী আসলে নিজেরা চেপে চেপে বসে তাকেও বসার সুযোগ করে দেয়া।

৬. শিক্ষক ক্লাসে থাকা অবস্থায় অন্য কারো সাথে কথা না বলে তাঁর দিকে পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া।

৭. বিনা অনুমতিতে কারো জিনিস গ্রহণ না করা।

৮. বেঞ্চ, টেবিল বা দেয়ালে কিছু লেখা বা আঁকাআঁকি না করা।

৯. বিশেষ প্রয়োজনে শিক্ষকের অনুমতি নিয়ে বাইরে যাওয়া।

ক্লুইজ

১. ক্বিয়ামতের দিন কুরআন ও কুরআন অনুযায়ী যারা আমল করত তাদের অগ্রভাগে কি থাকবে?

উঃ.....

.....

.....

২. সন্তান জন্মের সপ্তম দিনে 'সাতলা' অনুষ্ঠান করা কী?

উঃ.....

.....

৩. মানুষ তার পাপের শাস্তি কোথায় ভোগ করবে?

উঃ.....

.....

৪. Man শব্দের বহুবচন কী?

উঃ.....

.....

৫. কোন স্থান হতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূর্য উদয় না হওয়া পর্যন্ত উঠতেন না?

উঃ.....

.....

.....

.....

.....

এ অংশটি কেটে পাঠাতে হবে।

❑ কুইজপত্র জমা দেয়ার শেষ তারিখ : আগামী ১০ই আগস্ট ২০২৩।

গত সংখ্যার কুইজের সঠিক উত্তর

(১) তাকে কোন প্রশ্ন করা হলে তিনি কেঁদে ফেলতেন এবং বলতেন আমার নিকট হালাল-হারাম বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেয়ে কোন কঠিন কাজ নেয়। (২) ১. মযলুমের দো'আ ২. মুসাফিরের দো'আ ও ৩. সন্তানের জন্য পিতা-মাতার দো'আ (৩) যে ব্যক্তি আল্লাহ্র জন্য বিনয় অবলম্বন করে (৪) যদি তারা বেঁচে থাকে তাহলে রিযিক প্রাপ্ত হয় (৫) মানুষের মন ৪৭ ভাগ সময় মুল কাজ ছেড়ে অন্য বিষয় নিয়ে ভাবতে থাকে।

গত সংখ্যার কুইজ বিজয়ীদের নাম

১ম স্থান : মুহাম্মাদ ইয়ছিন, মক্তব বিভাগ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

২য় স্থান : রিফাত হোসাইন, ৩য় শ্রেণী, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

৩য় স্থান : শাহাদাত হোসাইন, ১ম শ্রেণী, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর পাঠানোর ঠিকানা

সম্পাদক
সোনামণি প্রতিভা
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল নং : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩

নাম:.....
প্রতিষ্ঠান:.....
.....**শ্রেণী:**.....
ঠিকানা:.....
.....
মোবাইল:.....

সোনামণির ১০টি গুণাবলী

❍ জামা'আতের সাথে আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা।

❍ দৈনিক বাদ ফজর কমপক্ষে ১৫ মিনিট কুরআন তেলাওয়াত, নিয়মিত পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়ন ও দ্বীনিয়াত শিক্ষা করা।

❍ পিতা-মাতা, শিক্ষক-মুরব্বী, পরিচিত-অপরিচিত সকল মুসলমানকে সালাম দেওয়া ও মুছাফাহা করা এবং মুসলিম-অমুসলিম সকলের সাথে হাসিমুখে কুশল বিনিময় করা।

❍ ছোটদের স্নেহ ও বড়দের সম্মান করা এবং আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীর সাথে সুন্দর ব্যবহার করা।

❍ সদা সত্য কথা বলা, সর্বদা ওয়াদা পালন করা ও আমানত রক্ষা করা।

❍ যে কোন শুভ কাজ 'বিসমিল্লা-হ' বলে শুরু করা ও 'আলহামদুলিল্লা-হ' বলে শেষ করা।

❍ মিসওয়াক সহ ওযূ করে ঘুমানো ও ঘুম থেকে উঠে ভালভাবে মিসওয়াক সহ ওযূ করা এবং প্রত্যহ সকালে উন্মুক্ত বায়ু সেবন ও হালকা ব্যায়ামের মাধ্যমে স্বাস্থ্যবান হওয়া।

❍ সেবা, ভালোবাসা ও আনুগত্যের মাধ্যমে নিজেকে আদর্শবান হিসাবে গড়ে তোলা।

❍ বৃথা তর্ক, ঝগড়া-মারামারি এবং রেডিও-টিভির বাজে অনুষ্ঠান ও অসৎ সঙ্গ এড়িয়ে চলা।

আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি

কর্মী সম্মেলন ২০২৩

২৪ ও ২৫
শে আগস্ট
বৃহস্পতি ও শুক্রবার

স্থান : নওদাপাড়া, রাজশাহী

উদ্বোধন : ১ম দিন বাদ আছর

ভাষণ দিবেন
'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর
নেতৃবৃন্দ ও খ্যাতনামা ওলামায়ে কেরাম

সভাপতি : প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
আমীর, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : নওদাপাড়া (আম চত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী মোবাইল : ০১৭৯৭-৯০০১২৩, ০১৭১১-৫৭৮০৫৭

আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

অর্ডার করুন
০১৭৭০-৮০০৯০০
www.hadeethfoundationbd.com

বইটির গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়

- আশূরার গুরুত্ব ও ফযীলত
- কারবালার সঠিক ইতিহাস
- আশূরা সম্পর্কিত বিদ'আত সমূহ
- আশূরা উপলক্ষে করণীয় ও বর্জনীয়
- মু'আবিয়া (রাঃ) ও ইয়াযীদ সম্পর্কে সঠিক আক্বীদা

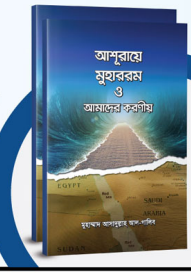

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী, মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০
ঢাকা অফিস : ২২০ বংশাল, মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১১

গুরুত্বপূর্ণ দো'আ ও যিকর সমৃদ্ধ ৩টি বই

অর্ডার করুন
০১৭৭০-৮০০৯০০
www.hadeethfoundationbd.com

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১০ ঢাকা অফিস : ২২০ বংশাল, মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১১

৬০তম সংখ্যা | জুলাই-আগস্ট ২০২৩ | মূল্য : ১৫/-

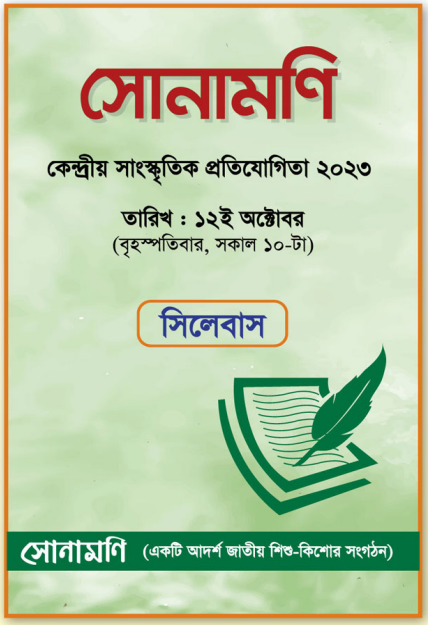

সোনামণি

কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২৩
এ অংশগ্রহণ করতে চাইলে আজই
সিলেবাসটি সংগ্রহ করুন

মোবাইল
০১৭১৫-৭১৫১৪৩
০১৭২৬-৩২৫০২৯

সিলেবাস ডাউনলোড লিংক-
www.ahlehadeethbd.org/syllabus

মূল্য
১৫ টাকা

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী

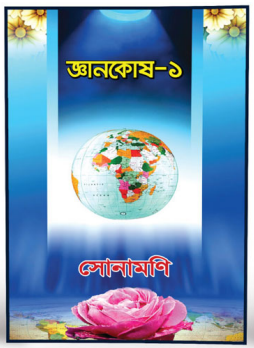

যোগাযোগ

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
(২য় তলা) নওদাপাড়া (আমচত্বর)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
সোনামণি কেন্দ্রীয় অফিস :
০১৭১৫-৭১৫১৪৩

অর্ডার করুন
০১৭০৯-৭৯৬৪২৪
(বিকাশ)

বই দু'টিতে অতি সহজ-সাবলীল ভাষায় ইসলামী আক্বীদা, আমল ও সাধারণ জ্ঞান বিষয়ক মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তরের সন্নিবেশ ঘটানো হয়েছে, যা সোনামণিদের বিশুদ্ধ ধর্মীয় জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করবে ইনশাআল্লাহ। বই দু'টি সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২৩-এর সিলেবাসভুক্ত।